চির সন্ন্যাসিনী

নাটক।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী

প্রণীত।

কলিকাতা

নং ২২২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থোৎসর্গ।

সহোদর সদৃশ সম্পাদকগণ!

আমার এমন আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই যাঁহার করে আমার এই "চির সন্ন্যাসিনীকে" অর্পণ করি। আমার এত দূর সাহসও নাই যে গ্রন্থলেখিকার গুণে জনসমাজ এ চির সন্ন্যাসিনীকে সমাদর করিয়া নিকটে স্থান দান করিবেন। তবে বামাকুল হিতৈষীগণের নিকট স্বরূপা গুণবতী কামিনীর যে অনাদর হইবে ইহা সম্ভব পর নহে এই আমার ভরসা। ফলত মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই যদি এই সরলা অবলাটীর উচিত মত রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তবেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। নচেৎ এই সন্ন্যাসিনীর বেশই এ দুঃখিনীর চির বেশ হইল।

হালিসহর খাসবাটী
কার্ত্তিক—১২৭৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নীলকান্ত	রাজা।
হেমন্তক	রাজার বয়স্য।
বাচস্পতি	সভাপণ্ডিত।
ধীরেন্দ্র	রাজার পুত্র।
বীরেন্দ্র	রাজার ভ্রাতষ্পুত্র।
নিধুরাম	রাজার জামাতা।
নিবারণ	রাজার ভাগ্নেয়।
রামগতি	বাচস্পতির শিষ্য।
গবিন্দ	রাজার শ্যালক।
ব্রহ্মচারী	এক জন ব্রহ্ম উপাসক।
ইন্দ্রভূষণ	ব্রহ্মচারীর চেলা।

পুলিসের লোকগণ, ঘটকগণ, ইত্যাদি।

কামিনীগণ।

কমলা	প্রধান রাজ্ঞী।
বেমলা	দ্বিতীয়া রাজ্ঞী।
রঙ্গিণী	বীরসেন রাজার উপপত্নীর কন্যা।

বিধুমুখী	বীরেন্দ্রের স্ত্রী।
রজনী	নিবারণের প্রথমা স্ত্রী।
যামিনী	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী।
সিদ্ধেশ্বরী	রাজার কন্যা।
গৌরাঙ্গিণী	বাচস্পতির স্ত্রী। এবং বিমলার গুরু পত্নী।
ভাবিনী	বাচস্পতির আর পক্ষের কন্যা এবং বিধুমুখীর সই।
পঙ্কজিনী বা চির সন্ন্যাসিনী	ব্রহ্মচারীর পালিত কন্যা।
নলিনী	দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী।
লবঙ্গ	বড় রাণীর পরিচারিকা।

চির সন্ন্যাসিনী নাটক।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর।

বিধু মুখীর কেলি গৃহ।

(ভাবিনীর প্রবেশ।)

বিধু। কিলো সই যে! আর যে দেখ্‌তে পাবার যো নেই, একেবারে যেন ডুমুর ফুল হয়ে বসেচো।

ভাবি। আর ভাই রাজা রাজড়ার বাড়ী আস্‌তে ভয় হয়। আচ্ছা সই! আমি যেন সদা সর্ব্বদা আস্‌তে পারিনে, তুমি কি একবার খোঁজ করেচো?

বিধু। খোঁজ নিয়েচি কি না নিয়েচি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, প্রতি দিন তোমার নাম না করে জল খাইনি। আর তুমি যে বল্যে রাজা রাজড়ার বাড়ি আস্‌তে ভয় করে, কেন তোমার সয়া কি তোমাকে কখন ভয় দেখিয়েচেন না কি? তোমার ভাই কথা শুনে আমার ভয় হলো।

ভাবি। সেকি সই! অমন বিধুমুখী যার ঘর আলো করে আছে, সেকি অন্য কারুকে ভয় দেখায়, যে তোমার ভয় হবে? তুমি যে ভাই রামকবচ গলায় বেঁধে রেখেচো, তোমার আবার ভয় কি?

যার ঘরে আছে চাঁদের কোণা।
তার সই স্যাঙ্গাত ভাল লাগে না।

বিধু। সই বল্‌তে যে নাল পড়ে।

ভাবি। তুমি যে নাল পড়িয়ে দেও তাই পড়ে, নৈলে পরের জন্যে কার নাল পড়ে?

বিধু। তুমি কি তার পর? তুমি যে আমার সহোদরা ভগ্নী, ভাই সই পরবলা শুনে বড় দুঃখ হলো।

ভাবি। তোমার যদি ভগ্নী, তবে তোমার স্বামীর কে?

বিধু। কেন শালী, সই, তাকে কি পর বলে?

ভাবি। ভাই সই! তোমার এতগুণ না হলে কি সাধ করে বীরেন্দ্র রাজ তোমাকে মাতায় রাখেন? সে যাহক সই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো বল্‌বে কি?

বিধু। কেন বল্‌বো না? বল্‌বার যানয় তাও তোমার কাচে বলি।

ভাবি। মার মুখে শুন্‌লাম মহারাজ নাকি রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করেচেন, আর নাকি রাজবাড়ী ঢুক্‌তে দেবেন না?

বিধু। এই রকম তো শুন্‌তে পাচ্চি। সে জন্যে

তোমার সয়া মহারাজকে অনেক বুজিয়েছিলেন তা নাকি কিছুতেই কিছু হলো না। ভাই সেই কথা শুনে অবধি প্রাণ যা কচ্চে, তা আর তোমাকে কি বল্‌ব ?

ভাবি। আহা আমরা পর, আমাদেরি বুক ফেটে যাচ্চে তা তোমাদেরত হবেই। বলি বড় রাণী যে কিছু বল্‌চেন না ? তিনি যে বড় চুপ করে রয়েচেন ? ধীরেন্দ্র যে তাঁর অন্ধের নড়ি।

বিধু। বড় রাণী কোন্‌ হাটের মাসী যে বল্‌বেন ? ছোট রাণী যা বল্‌বেন তাই হবে। ভাই ছেলের মা হলেও হয় না, মেয়ের মা হলেও হয় না, সকলি আপনার কপাল।

ভাবি। ভাই অনেক ভাতার দেখেচি এমন ভাতার ভাই কখন দেখিনি, কেন বড় রাণী ওঁর বুকে কি ভাত রেঁদেচেন না কি ? বিশেষ ভাই সতীনের দর্প সওয়া যায় না।

সওয়া যায় বুকে যদি দংশে কাল সর্প।
তথাচ না সওয়া যায় সতীনের দর্প॥

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

সিদ্ধে। তোরা ভাই কি পরামর্শ কর্‌চিস্‌ ? দুটীতে যেন চকাঁচকি বসে গেচিস, তোদের ভাই ভাব ভক্তি কিছু বুঝতে পারিনে !

ভাবি। পরামর্শ আবার কি দেখ্‌লে ? এতক্ষণ বুঝি

ভাতার নিয়ে ঘুম্‌য়েছিলে? ঘুম চকে অনেক রকম দেখে। যাহক্‌ ভাই তোর ভাতার যে বড় ছেড়েদিলে? তুই যেন নিধুকে পার জুত করে রেখেচিস্‌, ভাতার যেন আর কারু নেই।

'কেউ চায় জোড় শাড়ি কেউ চায় মশারি।
ভাতার তো কারু নেই আমারি।'

বিধু। তোমার মা যে অনেক রকম গুণ জানেন বোধ হয় ঠাকুরঝীকে তাই করেদিয়েছেন তাই নিধু ঠাকুরঝীর আঁচোল ধরে বেড়ায়।

সিদ্ধে। তবে তোমাকে কে গুণ করে দিয়ে চে? দাদা যে তোমার কাচে ভ্যাড়াকান্ত।

আপনার বেলা আঁটি আঁটি।
পরের বেলা দাঁত কপাটি।।

ভাবি। তাই তো আমাদের সিদ্ধেশ্বরী যে পাকা রসিক হয়েচে, তবু ভাল নিধু যখন গুলি খেয়ে আস্‌বে তখন যদি আক না পায়, নিধুর গা চেটে চাট নেবে।

সিদ্ধে। দেখ্‌ ভাবি! যা মুকে আসে তাই বলিস্‌নে। আমার ভাতার গুলি খায়? আমার শত্রুর ভাতার গুলি খাক্‌।

ভাবি। কেন সিদ্ধু রাগ করো ভাই? আমার ভাতার এলে গুলি সেজে দেব।

বিধু। যদি মদ খায়।

ভাবি। কেন ঢেলে দেব।

সিদ্ধে। ওলো সকলের ভাতার সমান নয়। আমার ভাতার রাজার জামাই, বলে "রাজাজি আর পঞ্চা তেলি।"

ভাবি। ভাই সই! পঞ্চাননের পূজ না দিলে ছেলে হয়ে বাঁচে না।

রজনী ও যামিনীর প্রবেশ।

বিধু। একেবারে মাণিক জোড় যে, পথ ভুলে নাকি?

ভাবি। আহা যেন দুখানি চাঁদ এসে নাব্‌লো। তোদের ভাই দুসতীনের পিরিত দেখে সতীন কর্ত্তে ইচ্ছে যায়।

যামি। ভাই ভাবি! আমাদের ভাবে চখ্ দিস্‌নে। আমরা গরিব মানুষ আমাদের ঝকড়া কোঁদোল সাজ্‌বে কেন? ও সব রাজা রাজড়ার সাজে।

রজ। ওলো ছোটো বউ! ভাবিকে এক দিন আমাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখ্‌তে হবে, দেখবে যে সতীনে সতীনে কত ভাব করে থাকৃতে হয়।

ভাবি। তোরা এখন কোথা আচিস্?

রজ। বোনে আছি, যাবি?

ভাবি। মামাশ্বশুর যার রাজা, তার বোন কেন? তোদের ভাতার ভাই রাজবাড়ী থেকে গিয়ে ভাল করেন নি। ওতে কেবল রাজার অপমান করা হয়েচে।

যামি। কেন তুমি কোথা ছিলে যখন মহারাজ আমাদের ভাতারকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন? তখন এসে বারণ কর্‌তে পারোনি; সে সব কে না দেখেচে?

ভাবি। আমি যে এতদিন মামার বাড়ী ছিলেম, ছোট মা যে রাতদিন বাবাকে লাগিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। মহারাজ তোমার ভাতারকে কেন অপমান করে ছিলেন?

যামি। ও কি ভাই তোমার ভাতার বল্যে কেন? দিদি যে রাগ কর্‌বেন।

রজ। কেন, রাগ করবো কেন? কেউ বা তোর বল্যে কেউ বা আমার বল্যে, একটা ভাতার যখন যার ইচ্ছে হবে তখন সে তার বল্‌বে।

ভাবি। আ মরণ ভাতার নিয়ে সব গেলেন, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম যে মহারাজা অপমান কল্যে কেন, তার কি এই উত্তর হলো? বেস ভাই বেস।

রজ। ওলো আমি বলি শোন। আমরা না কি সব বড় রাণীর দিকে, এই কথা ছোট রাণী আর তাঁর ভাই মহারাজকে বলাতে মহারাজ আমাদের এঁকে ডেকে বল্যেন 'তোমরা অমন করে ঘর ভেঙ্গোনা, এখান থেকে চলে যাও।' তাই চলে গেচি, কিন্তু দিদির গুণ ভুল্‌তে পারিনে বলে এক্ এক বার আসি।

ভাবি। কেন বড়রাণী কি বাণের জলে ভেসে এসেচেন?

সিদ্ধে। আমার মার কোন দোষ নেই বরং মামা কোন কথা বলেন। মা আমার সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আমার মার যিনি দোষ দেবেন তিনি চকের মাতা খা বেন।

যামি। বলি ঠাকুরঝী! তবে ঠাকুরপোকে বুঝি মহারাজ আমাদের কথাতে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

রজ। ধীরেন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে বুঝি সিন্ধু নিধুকে রাজ সিংহাসনে বসাবেন?

বিধু। যেখানে সিন্ধু নিধু, সেখানে রাজ পুত্র কে?

সিদ্ধে। মহারাজ অমন কুলাঙ্গার ছেলে নিয়ে কি কর্‌বেন? উনি যে বয়ে গেচেন, ওঁকে ঘরে নিলে যে জাত কুল সব যাবে?

যামি। কেন উনি কি দোষ করেচেন? ঠাকুরপোর তো কোন দোষ নেই, ওঁকে যে সকলে ভাল বলে, সকলে ভাল বাসে।

সিদ্ধে। ঐ যে একজন ব্রহ্মচারী এসেচে, ও না কি ব্রহ্মজ্ঞানী, ওরতো জাত নেই। রাজপুত্র তার কাচে সর্ব্বদা যান, এজন্যে মহারাজ একদিন ডেকে কত যে বারণ করেছিলেন, উনি মহারাজার কথা না রেখে তবু যান।

ভাবি। কেন তোমার তো বিয়ে হয়েচে যে জাত গেলে সিন্ধু ভাতার পাবে না? জাত কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন? ধীরেন্দ্রের আগে কি জাত কুল? আমি শুনেচি বীরেন্দ্রও না কি গিয়েছিলেন, তাতে যে কিছু বলেন না?

যামি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, মহারাজ বট্‌ঠাকুরকে কত ভয় করেন, কথায় আছে "শক্তর তিন কুল নক্ত।"

বিধু। মর্‌ মর্‌! বলে 'তোর পায় পড়ি না তোর কাজের পায় পড়ি।' আমার ভাতার নৈলে যে কোন কর্ম্ম হয় না। যুদ্ধ কত্তে পরামর্শ দিতে, অন্য অন্য যত কাজ কে করে? তখন সিদ্ধু নিধু খাটে না।

যামি। আর ভাই ওসব কথায় কাজ নেই। দুদণ্ড বেড়াতে এসে হেসে খুসে যাব, তা নয় কেবল ঝক্‌ড়া কোঁদোলের কথাতে মিছে দিন কেটে গেলো। আমরা আদার ব্যাপারি আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি? তোরা সব একটু চুপ কর, আমি ভাবিনীর দুটো গান শুনি।

বিধু। সই ছোট বউকে দুটো রসের গান শোনাও, ঠাকুরপোর কাচে বল্‌তে চায়। হাজার হক্ তবু সতীনের ভাতার কি না?

রজ। আমি কি এত বুড় হয়েচি যে গান শিখ্‌তে পারবো না? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল না কি?

যামি। তুমি যেমন ওদের কথা শোন, ওরা তোমায় খ্যাপাচ্চে?

রজ। আমি কি পাগোল যে ওদের কথা শুনে খেপ্‌বো?

বিধু। সই সেই গানটী একবার বলোতো দেখি মেজো বউ খেপে কি না?

ভাবি। দেখো ভাই সই! মেজোবউ খেপে তো তোমার দোষ, আমাকে তুমি বল্‌তে বল্‌চো যেন 'যা শক্র পরে পরে' না হয়।

বিধু। খেপে যদি মাতায় জল ঢাল্‌বো।

ভাবি। তবে বলি আমার দোষ নাই।

রজ। অত আড়ম্বরে কাজ নাই বলো।

গীত।

সিন্ধু মধ্যমান।

ওরে পোড়ার মুখো সর্ব্বনেশে। একা আচো বসে বসে। আমি পাইনে পেটে খেতে, দিনে রেতে, তোর ঘরেতে থাক্‌বোরে কোন্ সুখের আশে। বড় সতীন সর্ব্বনাশী, বড় জ্বলায় দিবানিশি, আমি বড় দুঃখ পেলে তার বড়ই খুসী, বড় মেগের বড় মান্‌সি দেখ্‌সে এসে।

সকলের উচ্চৈঃস্বরে হাস্য।

যামি। দিদি বাড়ী যাই চলো, এদের কাচে দুদিন এলে আর রক্ষা নাই, আমাদের দুই জনের বিবাদ করে দেবে।

ভিক্ষেয় কাজ নাই।

এখন কুত্ত নিয়ে পালাই।

বিধু। বুঝেচি তোর ভাতার আস্‌বার সময় হয়েচে, তাইতে এত তাড়া পড়েচে।

আম কাটালে দেখে কোয
এখন মাসীর হলো দোষ।

সিদ্ধে। আজ কার পালা, ছোট বউকে কে যেন বিছুটী মার্‌চে।

বিধু। ছোট বউকে যে ঠাকুর পো খুব ভাল বাসে।

ভাবি। বোধ হয় আজ যামিনীর পালা। যামিনী ভাতারের নামে যে গলে যায়।

ভাবে ঢলাঢলি তেলাকুচো।
হেসে মলো বনের কালো ছুঁচো।

যামি। ওলো ভাবি! তোর ভাই ভাতার বিদেশে সেই রকম একটী গান বল্, আমাদের ভাতার তো ছুঁচো প্যাঁচা আচেই।

ভাবি। না ভাই সোনামুখী রাগ করো না, আমি তামাশা করে বলেচি (হাত নেড়ে) আজ কেন এত রাগত আমার প্রতি?

রজ। ভাবিনী মরা মানুষ হাসাতে পারে। এমন আমুদে যে, তার ভাতার কাচে নেই এ বড় দুঃখ।

অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।

ভাবি। আমার কিছুতে কাজ নেই, গান বল্‌তে বল্‌চো তাই শোন।

গীত।

রাগিণী পুরবী। তাল এক তালা।

সই বসন্তে কান্ত এলো না। কি করি উপায় বলো না। বকুল বৃক্ষে বসে বুল্ বুল্ ফুকারে, গুণ গুণ রব করে অলিকুল গুঞ্জরে, আইলো বসন্তপতি লয়ে সব সেনাপতি বিনে সেই প্রাণপতি কে করিবে সান্ত্বনা।

রজ। ওলো ভাবি! তুই এত রসিক, তবে ভাতার আসে না কেন? আবার শুন্তে পাই তোর মার গুণে নাকি কাটা গাচ্ জোড়া লাগে। যাহক্ এই রকম আর একটী বল শুনে যাই।

যামি। আহা ভাবিনীর কি চমৎকার গলা, ঠিক যেন বাঁসি বাজ্‌তে থাকে, ইচ্ছে করে সাত দিন না খেয়ে ভাবিনীর গান শুনি।

ভাবি। তোর ভাই খাবার গুলি আমাকে খেতে দিস, আমি তোকে কত রকম নতুন নতুন গান শোনাবো, এখন আর একটী বলি তবে শোন্।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

সই গেলো গেলো এ বিরহে প্রাণ। এ জ্বালা কে করে সমাধান। কুলোবতী কুলোবালা না জানি বিরহ জ্বাল

বিরহ বিষম জ্বালায় প্রাণ করিতেছে আন্ চান্। কান্ত দেশান্তরে গুন গুন [illegible] যাতনায় উহু মরি মরি, আবার কোকিল কোটালের রবে, প্রাণতো দেহে না রবে, তাতে দম্পে দম্পিত হয়ে মদন করিতেচে হান্ হান্ হান্।

বিধু। ভাই সই তোমার এত যে গুণ কেবল ভস্মে গেল। তোমার মার পায় ধরে বল্‌বো যে সইকে একটু গুণ করে দেও যাতে আমার সয়া ছুটে আসে।

যামি। কার গুণে তোমার সয়া আস্‌বে? তোমার গুণে, না তোমার সইয়ের গুণে, না তোমার সয়ের মার গুণে?

গুণের চোটে।

ভাতার ছোটে।

ভাবি। তোরা সাবধান হস্ দেখিস্ যেন তোদের ভাতার ছুটে না আসে। এই বেলা বাড়ী যাও, গিয়ে ভাতারকে সিন্ধুকে চাবি দেও।

যামি। আমি যে কত গুণ জানি বরং তোর ভাতার এনে দিতে পারি।

বিধু। মিছে নয় ছোট বউ যে বরানগরের মেয়ে, ওকে দেখে ভয় হয় ও কেবল অনুগ্রহ করে মেজ বউকে ভাতার দিয়েচে।

সিদ্ধে। কৈ ছোট বউ! একটী মন্ত্র বল্‌না ভাই শুনি।

যামি। (হাস্যমুখে) দিদি যে মুখ চাপা দিলেন ?

বিধু। (ত্রস্ত হইয়া) না না তুই বল্ নাবল্লে ছাড়্ব না।

যামি। এখন একটি বলে বাড়ী যাব বেলা গেছে, আর এক দিন এসে সব বল্‌বো।

সর্ষে পড়া।

বারো মুটো সর্ষে তেরো মুটোরাই, চলরে সর্ষে কামিক্ষ্যায় যাই, কামিক্ষ্যায় গিয়ে কি কি পাই, ছুতরের খোলা হাটের ধুলা শ্মশানের ছাই, এই তিন তিন কি করি, কামরূপ কামিক্ষে মায়ীর পায় হাড়িঝী চণ্ডির আজ্ঞে নাগ্ নাগ্ নাগ্। সর্ষে করে চট্ পট্, ভাবিনীর জন্যে ভাবিনীর ভাতার করে ছুট্ ফট্।

ভাই! যে মন্ত্র পড়ে দিলাম, এতে ভাবিনীর ভাতার যেথায় থাক যদি ওর কাছে না আসে যা বল্যাম সব মিথ্যা।

সকলে। (সপরিতোষে) বেস বেস বেস।

বিধু। (আহ্লাদে) তবে তো আমাদের ছোট বউ এক জন খুব গুণী মেয়ে। এবার ভাবিনী ভাতার পাবে।

ভাবি। আ মরি মরি, কি নির্ঘাত গুণই করে দিলে !!

সিদ্ধে। (সবিস্ময়ে) ওমা গেরেস্তর ঘরের মেয়ে এসব শিক্‌লে কেমন করে (অবাক) ?

রজ। (রাগত ভাবে) আমি বাড়ী যাই বেলা গেছে, ছোট বউ তবে থাক।

ভাবি। তাহলে তোমারি পোয়া বার।

রজ। আমার ভাগ তোরে দেব।

ভাবি। এক ভাগ যদি দানে পাই, আর ভাগ কিনে নেবো।

বিধু। ওলো সই! তোর সঙ্গে কি সকলের সমান সম্বন্ধ নাকি?

যামি। (সহাস্য মুখে) ও যে সরকারি সই।

রজ। দিদি আজ বেলা গেচে তবে আসি (উভয়ে প্রণাম), বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।

বিধু। এস ভাই কিছু মনে টোনে করো না।

রজ। আমরা তোমার দাসী, তোমাকে মনে কর্‌বো যত দিন বাঁচবো।

যামি। (সকলের প্রতি) তবে আসি কত বক্‌লেম্ এখন বিদায় দেও।

বিধু। (উভয়ের হস্তধারণ করিয়া) তোমরা আমার সহোদর ভগিনী, তোমরা এক এক বার এলে কত ভাল থাকি।

(দুই সতীনে প্রস্থান।)

সিদ্ধে। (স্বগত) প্রাণ বাঁচ্‌লো, দুটো সতিনে যেন ঝড় বয়ে গেলো। এমন পাহাড়ে বউ ত কখন দেখিনি (প্রকাশে) আচ্ছা ওরা দুটী সতীনে বেস আমুদে, খুব মনের সুখে আচে, দেখে চোখ্ জুড়োয়।

নিধুরামের প্রবেশ।

নিধু। এখানে বসে বসে বড় যে ইয়ার্কি মারা হচ্চে, আর আমি শালা যেন ওর বাপের ফুলবাগানের মালী, আমার বেরোবার সময় হলো, তার একটু খম্ নেই, গল্পে যে একেবারে মাতা মাতি?

সিদ্ধে। (সভয়ে) মিথ্যা মিথ্যা এত বকো কেন? আমি এত করে মরি, আর তুমি কেবল রেগেই আচো, ভাল কথা মুখে আসে না না কি?

নিধু। (ক্রোধ ভাবে) আমি তোর কে যে ভাল কথা বল্‌বো? তোর উপপতি তোকে ভাল কথা বল্‌বে।

বিধু। বলি ঠাকুর জামাই! ঠাকুরঝীর উপপতি কে?

নিধু। কেন ধীরে, আবার কে? আমি সব বুঝি।

বিধু। ছি ভাই তুমি স্বামী হয়ে এমন অপমানের কথা বলো, ও কথা কি বল্‌তে আছে?

নিধু। ইচ্ছে করে তারে মারি, ওরে মারি, ওর বাপের রাজ্য জলে ডুবিয়ে এদেশ থেকে যাই। ওঁর কতগুণ, আবার ধীরেকে দাঁদাঁ বলা হয়। ধীরে কি সাধারণ বদ্‌মাশ, তিনি আবার ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েচেন, চক্ বুজে মাতা নেড়ে ধ্যান করেন। মিথ্যা কথা কন্ না, জীব হিংসে মহাপাপ, যত পাপ তার কাচে। কোথা থেকে একটা ব্রহ্মচারী এসে একটা বেশ্যা রেখে যত নেসাখোর জড়ো করেচে।

সিদ্ধে। (সভয়ে গাত্রোত্থান) চলোতো তোমার কি এত

দরকার। যখন যা বলো তাই করি তবু কি ভাল কথা মুখেনেই ?

নিধু। আগে ঘরে চলো জুতোর চোটে ভাল কথা দেখাবো। তুই বেটী কাল্‌পঁ্যাচা, কোটোরে থাক্‌বি তা না হয়ে যেখানে ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা সেই খানে! কেন সভ্য হবে, সমাজে যাবে, ব্রহ্ম উপাসনা কর বে, ব্রাহ্মিকা হবে ? চলো তোমাকে ছোঁছাইটীতে রেখে আসি, সবলোক দেখ্‌বে।

(সিদ্ধেশ্বরী নিধুরামের প্রস্থান)

ভাবি। ভাই সই! সাত জন্ম রাঁড় হয়ে থাকি, মাসে দশটা করে একাদশী করি সেও ভাল, তবু এমন ভাতারে কাজ নেই। যে যথার্থ স্বামী হবে সে আদর কর্‌বে, কাচে বসাবে, ভাল কথা বল্‌বে, গহনা দেবে, বস্ত্র দেবে, যা বল্‌বো তাই কর্‌বে, একদণ্ডের জন্যে চকের আড় কর্‌বে না। তবে সে ভাতার, নৈলে ছাতার পর বৈত নয়। যত্ন কর্‌বে, মন যোগাবে, তবে ভাল বাস্‌বো।

বিধু। ভাই সই তোমার নাকি কাচে নেই তাই ও কথা বল্‌চো। একবার এলে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে স্বামী কি বস্তু। আর সকলের কি গহনা বস্ত্র দেবার ক্ষ্যেমতা থাকে, তবু ওর সম্পর্কের ভাতার কি, না ?

ভাবি। আচ্ছা, গহনা বস্ত্র দেবার যার ক্ষ্যামতা নেই তার কি ভাল কথা বল্‌বার ক্ষ্যামতা নেই ? (মুখ ফিরাইয়ে) দুষ্ট গরুর চেয়ে শুন্য গোল ভাল।

বিধু। নালো সই, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

ভাবি। ওলো সই আবার সিদুর আর ছোট রাণীর কত সাদ। ওঁরা নাকি ধীরেন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে নিধুকে রাজা কর্‌বেন।

বিধু। (সহাস্য মুখে) তুমিও যেমন, পাগোল হয়েচো সই এও কি কখন হয়? এক দিক্ দিয়ে মহারাজ যাবেন, আর দিক্ দিয়ে কালোকচুর ঝাড় বার্‌ হবে।

পদ্মের মধু ব্যাঙ্গে খাবে।
টিক্ টিকিতে স্বর্গে যাবে ॥

ভাবি। (সপুলকে) ভাই সই! আজ তবে যাই বেলা আর নেই। ছোট মা রাক্ষসীর মত খেতে আস্‌বে, আর কত রকম করে বাবাকে লাগাবে, তোমার কাচে এলে মরে যান।

বিধু। ভাই যাই বলোনা, আসি বলো। তোমার জন্যে যে গহনা গুলি গড়াতে দিয়েছি শীঘ্র হবে। সেই গহনা গুলি তোমাকে পরায়ে তোমার সয়ার বাম দিকে তোমাকে বসাবো।

ভাবি। (সহাস্য মুখে) তুমি যদি তাতে সন্তুষ্ট হও, তবে তাই করো।

(প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

ব্রহ্মচারীর উদ্যান ।

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ ।

ধীরে। (স্বগত) এইতো উদ্যানে এলেম কৈ কারু যে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। যাহক্ ঐ গাচের তলায় একটু বসি, পথে এসে বড় শ্রম হয়েচে। (প্রকাশে) আহা কি চমৎকার এখান্‌কার বাতাস, গা শীতল হলো। (আপনা আপনি) আহা কেমন বৃক্ষ সকলের অভিনব পল্লবের শোভা, আর সমস্ত ভূভাগ নবীন দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত হয়েচে, প্রকৃতি যেন এই মনোহর পরিচ্ছদই পরেছেন। আচ্ছা শুনেচি যে ব্রহ্মচারীর একটী পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, তার না কি সন্ন্যাসিনীর বেশ। কৈ আমি তো প্রায় একমাস এখানে আস্‌চি, একদিনো তো দেখতে পেলেম না। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) আমার দেখে প্রয়োজন কি ? আমি এইছি উপাসনা করতে, তাই করি।

ফুলের মালা হাতে

সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

সন্ন্যা। (স্বগত) আহা এমন রূপ তো কখন দেখিনি। একি কন্দর্প ? না তারতো অঙ্গ নাই। তবে এ কে ? (পুন-

র্ব্বার ফিরিয়া) আমরি আমরি যেন পূর্ণচন্দ্র স্বর্গ ছেড়ে ভূতলে অবস্থিতি করছেন। যাহক্ ভাল করে দেখি। (সবিস্ময়ে) ইনিই কি সেই রাজপুত্র ধীরেন্দ্র রাজ, পিতা যাঁর রূপ গুণের প্রশংসা করেন। (সবিষাদে) হায়! বিধাতা আমাকে দুটীবই চোক্ দেননি, তার আবার পলক দেচেন, যদি পলক না দিতেন তাহলেই মনের সাধ পূর্ণ করে দেখতেম। (চিন্তা ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায় আমিও তো রাজ কন্যা, তা অদৃষ্টের দোষে সন্ন্যাসিনীর বেশে কেবল পথে পথে ভ্রমণ করচি। আমার মত অভাগিনী চির দুঃখিনী আর কেউ নাই, তা আর ক্ষোভ কল্লে কি হবে?

ধীরে। (স্বগত) একি মানুষী না কোন দেবী, এই উদ্যানে ছলনা করতে এসেচেন। আমরি মরি। এমন মুখপদ্ম, এমন সুঠাম গঠন, এমন কান্তি মাধুর্য্য কি বিধাতা একমনে বিরলে বসিয়া সৃজন করেচেন? আহা যেন স্বচ্ছ সরোবরে একটী শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েচে। (প্রকাশে) ভদ্রে! ক্ষমা করিবেন আপনি কি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কন্যা?

সন্ন্যা। (অধোবদনে) আজ্ঞে হাঁ, আমারি পিতা তিনি।

ধীরে। আপনার পিতা এখন কোথা গেচেন?

সন্ন্যা। আমার পিতা কোন বিশেষ কার্য্যে একটু স্থানান্তর গেছেন, আপনার যদি কোন প্রয়োজন থাকে বলুন?

ধীরে। (সহাস্য মুখে) সুন্দরি! আমার প্রয়োজন কিছুই নাই, তবে কাহাকেও না কি দেখচিনে, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করচি। ইন্দ্রভূষণ কোথা গেছেন?

সন্ন্যা। আমি একা থাকি, এজন্যে ইন্দ্রভূষণ ভাবিনী বলে একটী মেয়েকে আমার নিকট রাখবার জন্যে আনতে গেচেন?

ধীরে। তাহার পিতা তাহাকে আস্‌তে দেবে কেন?

সন্ন্যা। তার না কি বিমাতা তাঁহাকে তাড়য়ে দিয়েচেন, সে না কি একজন সামান্য লোকের বাড়ী আছে, এখানে সে আস্‌তে চেয়েচে।

ধীরে। হাতে ও ফুলের মালা ছড়াটী কি হবে?

সন্ন্যা। আমি এই রকম মালা গেঁথে ঘরে রাখি।

ধীরে। ভদ্রে! আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, ক্ষমা করিবেন—আপনার কি বিবাহ হয়েচে?

সন্ন্যা। (অধোবদনে) আমি যে ছেলেবেলা থেকে পিতার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াচ্চি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার পিতা ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীর কন্যার বিবাহ কি?

ধীরে। ঐ মালা ছড়াটী অতি উত্তম হয়েচে।

সন্ন্যা। যদি ইচ্ছা হয় আপনি এ মালা ছড়াটী নিন।

ধীরে। সুন্দরি! ঐমালা ছড়াটী দেবে কি? তবে দেও।

সন্ন্যা। (সন্তোষ পুর্ব্বক গলায় প্রদান) বেস দেখাচ্যে আপনি খুলিবেন না।

ধীরে। (স্বগত) আজ আমার কি শুভ দিন। এ যে মেঘ না চাইতে জল, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? (প্রকাশে) প্রিয়ে! কুমারী জন এরূপ মালা দিলে পুনর্ব্বার লইতে হয়। এস তোমার কণ্ঠে দিয়ে জীবন সফল করি, দেহ পবিত্র করি, প্রাণ শীতল করি, হস্ত সার্থক করি। (গলায় প্রদান) আহা! কেহ দেখিবার নাই, মরি মরি কি শোভা হয়েছে! যেন শচী দেবী পারিজাত হার গলায় পরেচেন।

সন্ন্যা। আমি এখন খুলে রাখি, পিতা এখনি আস্‌বেন।

ধীরে। প্রিয়ে ভয় কি! (হস্ত ধারণ) তোমার রূপে গুণে আমাকে মোহিত করিয়াছ। বড় ইচ্ছা, তোমাকে হৃদয়েশ্বরী করিয়া সিংহাসনে বসাইব। আর তোমাকে ছাড়িব না। জেনো এখন হতে এ দাস চিরদিনের জন্য তোমার নিকট কেনা রহিল।

সন্ন্যা। (স্বগত) এতদিনের পর ঈশ্বর বুঝি আমার প্রতি সদয় হলেন। আমি রাজ্য ধন চাই না, এরূপ পতি ধন পাইলে বনে থাকিয়াও সুখী হইব। (প্রকাশ্যে) যদি বিধিমতে বিবাহ করেন, আমি আপনারই। কিন্তু আপনি রাজপুত্র এ দুঃখিনী সন্ন্যাসিনী কি আপনার যোগ্যপাত্রী হইতে পারে?

ধীরে। প্রাণেশ্বরি! আমি সেই সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরকে সাক্ষী করে তোমাকে বিবাহ কর্‌ল্যেম। বিবাহের অলঙ্ঘ্য নিয়মে

বদ্ধ হইলাম, আজি হতে তুমি আমার ধর্ম্ম পত্নী হলে।

সন্ন্যা। তবে এ দুর্ভাগিনীর আপনি আজি হইতে হৃদয়েশ্বর হইলেন।

ধীরে। হৃদয়েশ্বরি! আমাদিগের এ বিবাহে পিতা ত রাগত হইবেন না?

সন্ন্যা। আমার পিতা যে বলেচেন যদি একটী সৎ-পাত্র পাই, তাহলে আমার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করি। তা, বোধ হয় আজি তাঁর মনস্কা-মনা পূর্ণ হইল। নাথ! এখন হাত ছাড়ুন, ইন্দ্র ভূষণ আসিতেছেন।

(সন্ন্যাসিনীর প্রস্থান)

ভাবিনীর সঙ্গে ইন্দ্র ভূষণের প্রবেশ।

ধীরে। (কষ্টে চিত্ত স্থির করিয়া) কি হে কোথা গিয়ে ছিলে? আমি যে একা বসে ভাবচি।

ইন্দ্র। আজ্ঞে আমার এই ভগিনী ভাবিনীকে আনিতে গিয়েছিলেম।

ধীরে। ভাবিনী কি এখানে থাকিবেন?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। (ভাবিনীর প্রতি) তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।

(ভাবিনীর প্রস্থান।)

ধীরে। তোমাদের দুই সহোদরের কিরূপে পরিচয় হলো ?

ইন্দ্র। আজ্ঞে তবে শুনুন, এক দিন পথে যেতে দেখি আমার কনিষ্ঠ রামগতি কতক গুলি পুঁথি বগোলে রাজ বাটীর অভিমুখে গমন কর্‌চে। হঠাৎ দেখে চিন্তে পারিনি, পরে জিজ্ঞাসা করাতে দুই জনের পরিচয় হলো।

ধীরে। আচ্ছা তোমাদের বাটী কোথায় ? আর এক জন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে, আর এক জন বাচস্পতির বাটী এর কারণ কি ?

ইন্দ্র। আমাদের নিজ বাটি গুপ্তিপাড়ায়। আমার বিবাহ দিয়ে আমার পিতা আমাদের সপরিবার সঙ্গে করে পৈরাগে বাস করিলেন। কিছু দিন পরে পিতার কাল হলো, মাতা আমাদের দুই সহোদর আর এক সহোদরাকে নিয়ে বাটী আসিতে জলে নৌকামগ্ন হয়ে কে কোথা গেলো জানিনে। পরে আমি কত কষ্টে তীরে উঠিয়া দেখি এই ব্রহ্মচারী আর আমাদের ভগিনী সন্ন্যাসিনী একটী গাচের তলায় বসে আছেন। আমাকে নিরাশ্রায় দেখে কাচে রাখিলেন। সেই পর্য্যন্ত উনি যেখানে, আমিও সেই-খানে।

ধীরে। তোমার ভাই কেমন করে বাঁচিলেন জিজ্ঞাসা করোনি ?

ইন্দ্র। ওরো আমার তুল্য জীবন দান পেয়ে কাশীতে

বাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে মিল হয়। তিনি এখানে এসে সন্তানের তুল্য রেখেচেন।

ধীরে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগকরিয়া) তোমাদের পরিচয় তো পেলাম কিন্তু ব্রহ্মচারী কে? আর কন্যাটী কি যথার্থ ওঁরি কন্যা, যদি জান তবে আমাকে বলো?

ইন্দ্র। আমি ওঁদের বিষয় জানিওনা, কখন জিজ্ঞাসাও করি নাই। কেবল এই মাত্র জানি কন্যাটী রাজকন্যা, ব্রহ্মচারী কোথা কুড়িয়ে পেয়েচেন।

ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্রহ্ম। (ওঁতৎসৎ) নাথ তুমিই সত্য, তুমিই সত্য। এই যে ইন্দ্রভূষণ, কেমন আমার পঙ্কজিনী কি একা আছেন?

ইন্দ্র। আজ্ঞে যে কন্যাটীর কথা বলা হয়ে ছিলো সেইটীকে আনা হয়েচে।

ব্রহ্ম। তাঁহার পিতা তাতে তো কোন প্রতিবন্ধক হন নাই?

ইন্দ্র। বাচস্পতি প্রায় রাজবাটীই থাকেন, তাঁর এ পক্ষের স্ত্রী অতি দুর্জ্জন, এজন্য কন্যাটা আপনিই এলেন।

ধীরে। আপনার কোথায় যাওয়া হয়েছিল? আমি এখানে অনেক ক্ষণ এসেচি, এখন আপনার অনুমতি পেলে এক বার রাজ উদ্যান ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার পর এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

ব্রহ্ম। (আহ্লাদ পূর্ব্বক) বাপু ধীরেন্দ্র! তুমি রাজ পুত্র। কিন্তু তোমার প্রতি আমার এখন এত স্নেহ হয়েচে যে পঙ্কজিনীর সমতুল্য তোমাকে কিছুক্ষণ না দেখিলে কত মত চিন্তা উপস্থিত হয়। তোমাকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে থাকিতে পারি না। তবে উদ্যানে এমন সময় ভ্রমণ করা উচিত কারণ নানা জাতীয় পুষ্পের আঘ্রাণে শরীর সুস্থ হয়। বিশেষ আমিও কিছুক্ষণের নিমিত্ত বিশ্রাম করি। দিনমণির প্রখর তেজে আমার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়েচে। (ইন্দ্র ভূষণের প্রতি) বাপু তুমি রাজপুত্রের সঙ্গে যাও।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিধুমুখীর শয়ন ঘর।

বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

বীরে। (স্বগত) আহা আমি আস্‌ব বলে প্রিয়ে আপনার বেশ ভুষায় মত্ত আছেন। (প্রকাশে) প্রিয়ে! আমি তোমার পেচনে কতক্ষণ দাঁড়ায়ে রয়েচি, এক মনে তোমায় বেশ ভূষা দেখ্‌চি। জ্ঞান হচ্যে আজ যেন কোথাও নাচ্‌তে যেতে হবে, বায়না পেয়েচো নাকি?

বিধু। নাথ আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি আমার অপরাধ হয়েচে। এ অধীনী মাপ চাচ্চে কর্‌বেন কি? আর প্রতিদিন যেখানে নাচি সেইখানেই আজ বায়না হয়েচে। (সানুনয়ে) নাথ আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো বল্‌বেন কি?

বীরে। বিধুমুখি! তোমার কাচে কি কখন কোন কথা গোপন করে রেখেচি, যে এমন কথা বল্‌চো।

বিধু। প্রাণনাথ! দাসী যদি কিচু অন্যায় কথা বলে আগে বলুন ক্ষমা কর্‌বেন, তবে বল্‌বো। আর তোমাকে না বলে কারে বল্‌ব।

বীরে। (সহাস্য মুখে) জীবিতেশ্বরি! আমাকে

কোন কথা বল্‌তে এত কুণ্ঠিত কেন? আমাকে তুমি সকল কথাই বল্‌তে পার।

বিধু। ঐ যে ব্রহ্মচারী এসেচে, ও নাকি পরমাসুন্দরী এক জন বেশ্যা ঘরে রেখেচে। তোমরা সকলে নাকি সেখানে যাও, আর রাজপুত্র নাকি তাকে রেখেছেন?

বীরে। ছি প্রিয়ে! আর অমন কথা মুখে এনো না! আমি এক দিন মাত্র সেখানে গিয়েছিলেম। তবে ধীরেন্দ্র যায় সত্য। আর যে কন্যাটীর কথা বল্‌চো, আমি তাঁরে চক্ষে দেখিনি, তবে লোকের মুখে শুনেচি সেটী রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী; তাঁর সন্ন্যাসিনীর বেশ, পরম ধার্ম্মিকা, চরিত্র নির্ম্মল।

বিধু। তবে মহারাজ ঠাকুর পোকে তাড়িয়ে দেচেন কেন?

বীরে। (হাস্য করিয়া) কার কথা শুনে একথা বল্‌চো?

বিধু। কেন সকলেই তো বলচে যে রাজপুত্রকে মহারাজ বাড়ী আস্‌তে দেবেন না।

বীরে। ধীরেন্দ্র গুণবান্ ধীরস্বভাব, তাকে তাড়ায় এমন ক্ষমতা কার? তবে ছোট রাণী নাকি অতিশয় দুর্জ্জন, মহারাজাও তাঁর নিতান্ত বাধ্য, এ জন্যে ছোট রাণীর কুপরামর্শে মহারাজ রাজপুত্রকে দুই এক কথা বলেচেন।

বিধু। তবে ঠাকুর পোকে এত দোষ দেয় কেন?

ধীরে। ধীরেন্দ্র সেই ব্রহ্মচারীরর উদ্যানে সর্ব্বদা যায় এবং ব্রহ্ম উপাসনা করে। (হাস্য মুখে) বোধ হয় সেই কন্যাটীর সঙ্গে কিছু প্রণয় হয়েচে। সেই জন্য লোকে বলে।

বিধু। (বিস্ময় ভাবে) ওমা তবে লোকে যা বলে সব সত্যি, সন্ন্যাসিনী আবার বেশ্যা নয় কেমন করে? এইতো আপ্ত মুখেই প্রকাশ কল্যে।

বীরে। প্রিয়ে! তুমি এমন বুদ্ধিমতী হয়ে কুলোকের কথায় কাণ দেও? যদি তাহাদের যথার্থ প্রণয় হইয়া থাকে মন্দ কি? আমি শুনিয়াছি সেটী রাজকন্যা, যথার্থ ব্রহ্মচারীর নয়, তাঁর বিবাহ হয় নাই। বিশেষ এমন রূপ গুণ সম্পান্না যে, সে কি কখন হীন বংশে উৎপন্না হইতে পারে? রত্ন কি রত্নাকর ভিন্ন পুষ্করিণীতে জন্মায়? আমি তেমন পবিত্র প্রণয়কে নিন্দা করি না, বরং প্রশংসা করি। প্রেয়সি! অনেক ক্ষণ এসেছি, এখন অনুমতি করো যাই।

বিধু। (রাগত ভাবে) তুমি ঘরে এসে কেবল যাই যাই করো, কিন্তু আজ একটু সকাল সকাল আস্‌তে হবে, তুমি বড় রাত করো।

বীর। চন্দ্রমুখি! আমি কি তোমাকে ছেড়ে সুখে থাকি? কি কর্‌বো রাজ্যের সমস্ত ভারই আমার উপর।

শুন বলি বিধুমুখি! আমি যে তোমার।
যেখানে সেখানে থাকি তুমি হে আমার॥

সদা মনে পড়ে প্রিয়ে তব মুখ শশী।
বিরাজ করিছ মম হৃদয়েতে পসি॥
রাগি যদি বিধুমুখি! তব অনুরাগে।
ভুলিতে না পারি মুখ হৃদয়েতে জাগে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
তব রূপ তেমনি লুকায় এ অন্তরে॥
নিজ প্রাণ হতে প্রিয়ে না ভাবি যে ভিন।
তোমার প্রণয় ডোরে বাঁধা চিরদিন॥

(বীরেন্দ্রের প্রস্থান।)

বিধু। এখন এখানে একাকিনী বসে কি কর্‌বো? বড় রাণী একবার ডেকেচেন না হয় তাঁর কাচেই একবার যাই। ওমা ঐ যে বড় রাণী এদিকেই আস্‌চেন, আমার যাওয়ার বিলম্ব দেখে আস্‌চেন।

বড় রাণীর প্রবেশ।

বড়। (সবিষাদে) আ এ দিকে এসে যেন প্রাণ বাঁচলো! আবাগীর জন্যে কথা কবার যো নেই।

বিধু। (প্রণাম করিয়া) আপনি কষ্ট করে এখানে কেন এসেচেন? আমি যে আপনার নিকট যাচ্ছিল্যেম। (আসন প্রদান।)

বড়। (রোদন করিতে করিতে) এস মা এস, আমাকে প্রণাম করিতে হবে না, আমি অম্‌নি তোমাকে আশীর্ব্বাদ

কর্‌চি, তুমি রাজলক্ষ্মী হও, এই রাজ সংসার প্রতিপালন করো। এই অভাগিনী চিরদুঃখিনীর মৃত্যু নাই, মাগো যদি তোমার ও বীরেন্দ্রর আমার প্রতি ভক্তি থাকে তবে যাহাতে এ পাপ প্রাণ শীঘ্র যায় সত্বর তার উপায় করো, এখন আমার সুখ কেবল মরণেই হইতে পারে। (রোদন)

বিধু। ছি মা! অমন কথা বল্‌বেন না, আপনার ধীরেন্দ্র রাজা হবে, আপনি যেমন রাজমহিষী আচেন, আবার রাজমাতা হবেন, এত ব্যাকুল হবেন না।

বড়। (সবিষাদে) মাগো! আজ দশ দিন যে ধীরেন্দ্র বাড়ী আসে নি। ছোট রাণী আর গবিন্দর কুপরামর্শে মহারাজ আমার সোণার বাছাকে বাড়ী আস্‌তে দেন্‌ নি, পরিত্যাগ করেচেন। (রোদন)

বিধু। একি! আপনি যে কেবল রোদন করে সারা হলেন, ব্যাকুল হলে কি হবে? একটু স্থির হন্‌ সুখের অন্তে দুঃখ আর দুঃখের অন্তে সুখ হওয়াই সংসারের নিয়ম, তা এত দুঃখ পেয়ে অবশ্য এর পর আবার সুখোদয় হবে, আপনি এত চিন্তা কর্‌বেন না। কথায় আছে

পরের মন্দ কত্তে গেলে।
আপনার মন্দ আগে হয়।

বড়। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে) মাগো আমি যে কখন কাক মন্দ করিনি, আমি যে সপত্নীর একাধিপত্যতে কিছু মাত্র ঈর্ষা করিনি, মহারাজ সপত্নীকে হীরা মুক্তা সোনা

দানা ও রাজ সিংহাসন প্রভৃতি সকল ঐশ্বর্য্যই দান করেচেন, আমি যে এক দিনের জন্যে তা ভাবিনি। আমার ধীরেন্দ্রকে বাড়ী ছাড়া কেন কর্‌লেন! এখন আমার রাজবাটী কারাগার জ্ঞান হতেচে, আমার আহার বিষবোধ হতেছে, শয়নে ভোজনে উপবেশনে কিচুতেই সুখনাই, কেবল দিন রাত সেই বাছার চাঁদ মুখ মনে পড়্‌চে।

রামগতির প্রবেশ।

(বিধুমুখীর অন্তরালে অবস্থিতি)

রাম। (করোযোড়ে) জননি! আপনার আদেশ মতে রাজপুত্রকে দেখে আসিলাম। তিনি কুশলে আচেন, আপনার প্রেরিত অর্থ গুলি তাঁকে দিলাম, তিনি আপনাকে প্রণাম জানায়ে অর্থ শিরোধার্য্য করে লইলেন। আপনার কথা যতক্ষণ হয়েছে ততক্ষণ কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করেচেন।

বড়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ওরে রামগতি! আমার ধীরেন্দ্র কি আর বাটী আস্‌বে না! তবে আমাকে সেই স্থানে নিয়ে চল, আর এ পাপ সংসারে কি জন্যে থাক্‌বো? আহা আমার সোনার বাছাকে কে মুখ চেয়ে খেতে দিবে? সেই উদ্যানে কোথা শয়ন করে থাকে? ওরে বাছা! আমার ধীরেন্দ্র তো কুশলে আচে, বাবা আমার ধীরেন্দ্রর সমাচার প্রতি দিন এসে দেবে নতুবা এ প্রাণ কখন রাখ্‌ব না।

রাম। মা! অত উতলা হবেন না। আমার জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি রাজপুত্রের কাচে দিবা নিশি থাকেন, আমিও সর্ব্বদা যাওয়া আসা করি। কিন্তু অদ্য শুনিলাম যে মহারাজ আর আমাকে রাজবাটী আস্তে দেবেন না এবং বাচস্পতি মহাশয়কেও বারণ করেচেন। অদ্যই পরিচারকেরা আস্তে বারণ করেছিল, আমি সে অপমান স্বীকার করেও কেবল আপনাকে রাজপুত্রের কুশল সমাচার দিতে আসিলাম।

বড়। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ভাবিনী কি সেখানে আচে?

রাম। আজ্ঞে হাঁ, আমাদের সেই সন্ন্যাসিনী একদিন একা বসে রোদন করাতে তাঁর কাচে ভাবিনীকে রেখেচি। মাতাঠাকুরাণী ভাবিনীকে তাড়িয়ে দিয়েচেন।

বড়। আর বাছা! সে রাক্ষসীর নাম আমার কাচে করিস্‌নে, তার জন্যে আমি কাঙ্গালিনী হলেম। ওরে বাছা, তুই যদি আর না আসিস্ তবে আমি কেমন করে ধীরেন্দ্রর খবর পাব? (রোদন)

রাম। মা স্থির হউন, রাজপুত্র যত দূর কুশলে থাকা উচিত তা আচেন। ব্রহ্মচারী তাঁকে সন্তানের অধিক স্নেহ করেন, আর সন্ন্যাসিনীকে আপনি দেখেন নি এজন্যে তাঁর উপর বিরক্ত হচ্চেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী, কখন মানুষী নহেন, মানব দেহে এত রূপ, এত গুণ কখন হতে পারে না। তিনি আপনার পুত্রকে যে পরিমাণে যত্ন করেন,

আপনি দেখিলে অবশ্যই সন্তুষ্ট হন। আর আপনার পরিচারিকা লবঙ্গকে আমার নিকট কোন কৌশলে পাঠাইলে অবশ্য রাজপুত্রের খবর পাবেন সে জন্য চিন্তা করবেন না, এক্ষণে আসি। (প্রণাম হই) বিদায়।

(সকলে প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা—সকলের উপবেশন।

বীরেন্দ্রর প্রবেশ।

রাজা। (দেখিয়া সহাস্য মুখে) এস বাবা এস। কুশল তো ?

বীরে। (রাজার বাম ভাগে বসিয়া) যে আজ্ঞে, আপনার কুশলেই কুশল। এ অধীনকে কি জন্য ডেকেচেন ?

রাজ। (সবিষাদে) বাবা! ধীরেন্দ্র আমার কুলকণ্টক হয়েচে। আমি এই বৃদ্ধ অবস্থায় পড়েচি, এক্ষণে এরাজ্য ধন সবই তোমার। তোমাকে দেখিলে আমার কত সাহস হয়, তুমি এক্ষণে আমার বল বুদ্ধি। ধীরেন্দ্র একটা বেশ্যা লইয়া ব্রহ্ম উপাসনা করে,তাহাকে এ রাজ সংসারে রাখিলে

জেতের খর্ব্ব, মানের খর্ব্ব, অতএব ইহাতে তোমার কি পরামর্শ আছে বলো ?

গবি। (স্বগত) আ কি ফিকির করেই ছোড়াকে তাড়িয়েচি। কিন্তু এ বেটা থাক্‌তে আমাদের সুখ নেই, তাহার অপেক্ষা এ বেটা বদ্‌মায়েশ, এখন একে কোন রকমে মেরে ফেল্‌তে পারি তবেই কর্ম্ম গোচালো হয়। (প্রকাশে) বাবা ! তুমি আমাদের গুষ্টির তিলক, মুখোজ্জ্বল বস্তু, এরাজ্য তোমারি। মহারাজের এমন মানস কথন নয় যে ধীরেকে আর রাজ্যাধিকারী কর্‌বেন। মহারাজ অবিদ্যমানে এসব তোমারি।

বীরে। (বিস্ময় ভাবে) মহাশয় ! এমন কথা বল্‌বেন না। ধীরেন্দ্র হলো রাজপুত্র, এসমস্ত রাজ্যই তার, সে জীবিত থাক্‌তে কেহই এর অধিকারী নহে। জগদীশ্বর তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

বাচ। যেমন বংশে জন্ম, সেইরূপ কথা বলেচো। কিন্তু ধীরেন্দ্রকে এরাজ্য কথন দেওয়া হইতে পারে না, কারণ মহারাজা তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেচেন। শাস্ত্র মতে সে আর এ সংসারের কিছুরি অধিকারী নহে, এখন মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়।

গবি। বাচস্পতি মহাশয় এত শাস্ত্র বোধ না থাক্‌লে কেহ কথনই সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হতে পারে না। (ক্রোধান্বিত হয়ে) যদি সেই কুলাঙ্গারকে পুনর্ব্বার এরাজ

সংসারে আনা হয়, তাহলে আমার ভগ্নীকে নিয়ে তথনি চলে যাব। (উঠিয়া) কেন আমার কি অন্ন বস্ত্রের অভাব আছে ?

বিদূ। (স্বগত) উঃ বেটার কি জারি! যেন নবাব পুত্র! যাহক্ আর সহ্য হয় না, ছুটো কথা না বল্যে বেটা একেবারে মাথায় চড়ে যে। (প্রকাশে) বলি ভাই তুমি যখন মহারাজার সমন্ধী, তখন আমার সঙ্গে নিকট সমন্দ আছে, তোমার বাটীতে তো অন্ন বস্ত্রের ছড়াছড়ি, লুচি মণ্ডার আম্‌দানীটে কেমন ?

রাজা। ওহে বয়স্য তাহলে তুমি সঙ্গে যাও নাকি ?

বিদূ। মহারাজ! সে কথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চেন ? আপনাকে বলেতো বুঝাইতে পারিলাম না, যদি এখন আমার কথা শোনেন তাহলে চারি দিকে মঙ্গল হয়।

রাজা। (সহাস্য মুখে) কৈ আমাকে তুমি কি বলেছিলে, আমার তো স্মরণ নেই।

বিদূ। তা থাক্‌বে কেন ? আর আপনার সমন্দি একটী কথা বলুক দেখি, সেটী অম্‌নি আতরের তুলোর মত টিপে রাখ্‌বেন। আমি বল্‌লেম আপনার পিতৃশ্রাদ্ধের দিন এই সময়, আপনি শ্রাদ্ধ করুন, ব্রাহ্মণ ভোজন করান, সধবা বলুন, সেই সঙ্গে কিছু স্বর্ণ অলঙ্কার দান করুন, আমার স্ত্রী অবিরা তাকে দিলে কাশীতে মঠ দেওয়া হয়।

রাজা। (হাস্য মুখে) সে কিহে? এটা হচ্চো ফাল্‌গুণ মাস, আমার পিতৃ শ্রাদ্ধের দিন যে বৈশাখ মাসে।

বিদূ। মহারাজ তবে তো আরো ভাল বল্যেন, দিনতো বহির্ভূত হয়েগেছে, এখন একাদশী উপলক্ষে শ্রাদ্ধ করুন্।

বাচ। ওহে হেমন্তক! তুমি বলচো তোমার স্ত্রী অবিরা। তুমি জীবতমানে তোমার স্ত্রী অবিরা কেমন করে? এইটী শাস্ত্রমত নহে। যে স্ত্রীলোকের স্বামী পুত্র নাই, তাহাকেই অবিরা বলে।

বিদূ। আঃ মনে করুন না আমার স্ত্রীর স্বামী পুত্র নাই।

গবি। এই যে তুমি রসে আচো।

বিদূ। আমার ব্রাহ্মণীর পুত্র তো নাই, আর স্বামী বেঁচে যে মরা সে আরো ভয়ানক। আমি একে ভাল গহনা কি ভাল কাপড় কিছুই দিতে পারিনে, আবার দিনান্তে যে এচাঁদ মুখ দেখে সে শীতল হবে তারো যো নেই।

নেপথ্যে। কি হলোরে, আমার সর্ব্বনাশ হলোরে, আমাকে কে এমন কল্যোরে?

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বাবা বীরেন্দ্র! একবার চলো দেখি, অন্তঃপুরে কি একটা গোল মাল উঠলো দেখে আসি।

বীরে। চলুন তবে।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে) ওরে এপ্রাণ রাখবো না, ওরে আমার কি হলোরে।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) কি মহিষী বেমলা রোদন কর্‌চেন কেন? কেন প্রিয়ে, কি হয়েচে রোদনের কারণ কি?

বেম। (রাজাকে ও বীরেন্দ্রকে দেখিয়া) মহারাজ! আর এ প্রাণ রাখ্‌বোনা। আমার একটী মাত্র কন্যা, তার চকের জল দেখ্‌তে পার্‌বো না (বদনে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

রাজা। প্রিয়ে কি হয়েচে? শীঘ্র বলো, আমার প্রাণ বড় উতলা হয়েচে শীঘ্র বলো?

বেম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার নিধুকে না কি পুলিসের লোকে ধরে নিয়ে গেচে, আমার মাণিকের নাকি সাত বচ্ছোর মেয়াদ দিয়েচে, আমার জামাই এখনি এনে দেও নতুবা তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যাগ কর্‌বো, বিষ খাব, জলে ডুবে অথবা গলায় দড়িদিয়ে যেমন করে পারি এখনি মরবো। আমার চারিদিকে শত্রু এখনি তারা হাস্‌বে।

বীরে। (স্বগত) খলের এমনিই বিপদ বটে! মর্‌বার চেয়ে পোড়বার জ্বালা অধিক (প্রকাশ্যে) আপনি একটু স্থির হন, যদি তাহা সত্য হয় এখনি তার উপায় কর্‌বো।

রাজা। মহিষি! অত উতলা কেন? একথা কেবল্যে? আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানিনে খবর একেবারে অন্তঃপুরে এলো! (বেমলার প্রতি) প্রিয়ে! এ খবর তোমায় কে দিলে?

বেম। আ প্রাণ যায়। মহারাজ! তুমি কোথায়, ও কে

বীরেন্দ্র বাবা, তোমাকে মহারাজ বহু যত্নে প্রতিপালন করেচেন, এখন তাঁর উপকার করো, আমার নিধুকে এনে দেও, আমার নিধু কোথায় ? (মোহ প্রাপ্তি)

রাজা। (স্বহস্তে বীজন) হায় হায়, কি হলো কি হলো, প্রিয়ে উঠ উঠ, আমি জীবিত থাক্‌তে তোমার চিন্তা কি ? আমার কাচে প্রকাশ করে সব বলো।

বেম। (মোহ ভঙ্গ) বাবারে ! কেমন করে বল্‌বো বুক যে ফেটে যায়, আমার গুরুপত্নী বাটী থেকে শুনে এসে-চেন, মহারাজার ভয়ে কেউ মহারাজকে বলেনি। সেই পোড়ার মুখো ব্রহ্মচারী নাকি এমন সর্ব্বনাশ করেচে, আগে সেই ভণ্ড বেটার মাতাটা কেটে আনো, তবে সব্ বল্‌বো।

বীরে। (বিস্ময় ভাবে) সে কি ব্রহ্মচারী পরম ধার্ম্মিক, তাঁর দ্বারা যে এমন কর্ম্ম হবে এ অতি অসম্ভব।

রাজা। (ক্রোধ ভাবে) কি সেই নষ্ট ব্রহ্মচারী আমার জামাতাকে কয়েদ করেচে ! প্রিয়ে স্থির হও আজ্ তাকে দেখ্‌বো। পিপীলিকার পালক উঠে মরিবার কারণ, আমার কুলনাশ কল্যে, জাত নাশ কল্যে, আবার প্রাণ নাশ কর্‌তে বসেচে, এখনি তার সর্ব্বনাশ কর্‌বো।

বীরে। আপনি একটু স্থির হন, আমি এর বিশেষ অনুসন্ধান করে আসি, থামকা একটা কর্ম্ম করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। মূঢ়েরাই হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হয়ে কার্য্য করে, আমি হেমন্তককে সঙ্গে করে এখনি সেইখানে যাব।

রাজা। তবে আর বিলম্ব করোনা, বয়স্যকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র যাও, এর বিশেষ অনুসন্ধান করে এস। আমি এই খানেই একটু বিশ্রাম করি।

বীরেন্দ্রের প্রস্থান।

বেম। (স্বগত) এরা আমার শত্রু, এদের কাচে এত অপমান হলো। (প্রকাশ্যে) বীরেন্দ্র আমাদের উভয়ের অনুগত।

রাজা। প্রিয়ে! আমি কি এ রাজ্য রাখ্‌তে পার্‌তাম? কেবল বীরেন্দ্রর বলে আমার বল।

গৌরাঙ্গিণীর প্রবেশ।

গৌরা। মহারাজার জয় হক্।

রাজা। (ত্রস্ত হইয়া) এই যে প্রিয়ে, তোমার ইষ্ট দেবী এসেচেন। (নমস্কার করিয়ে) এঁকে জিজ্ঞাসা করো ব্রহ্মচারী কি কারণে নিধুকে কয়েদ করেচে?

গৌরী। আজ্ঞে রাজমহিষীর আর কষ্ট পেতে হবে না, আমি সব বল্‌চি। কল্য রজনীযোগে আপনার জামাতা না কি মদ্‌কাপান করে সেই ভণ্ড ব্রহ্মচারীর উদ্যানে প্রবেশ করে, সেই বেশ্যাটার উপর কি অত্যাচার করাতে পুলিসের লোকে এসে ধরে নিয়ে গেচে, তার ভিতর আপনার পুত্রও আছেন।

বেম। মহারাজ! এখন সব শুন্‌লেন তো, এর বিচার

যদি না করেন, কখন এ প্রাণ রাখবোনা। যেমন ধীরেকে বাড়ীথেকে তাড়িয়েচেন, সেইরূপ বড়রাণীকে তাড়ান।

গৌরা। (স্বগত) আ প্রাণ বাঁচে, এ বিষয়ে যদি ছোট রাণী একটু জেদ্ করেন তবেই আপদ যায়। (প্রকাশে) দেবি! আপনি একটু স্থির হন্ এত উতলা হবেন না। কারণ হঠাৎ কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতা কত্যে গেলে, কি জানি যদি বীরেন্দ্ররাজ রাগত হন, তাও তো বলা-যায় না।

রাজা। প্রিয়ে! আমি তবে এখন রাজসভায় যাই, সকলে আমার অপেক্ষা করে আছে, বিশেষ বীরেন্দ্র ও বয়স্য গেলো কি না দেখি গিয়ে। (গৌরাঙ্গিণীর প্রতি) আপনি মহিষীর নিকট একটু থাকুন, অপনার প্রতি রাজমহিষীর অগাধ ভক্তি। প্রিয়ে! তোমার ইষ্টদেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।

(রাজার প্রস্থান।)

বেম। মা ঠাকুরুণ! ভাল আপ্নি এত নিগুড় খবর কোথা থেকে পেলেন?

গৌরা। দেবি! রামগতির সহোদর সেই ব্রহ্মচারীর কাচে আচে, সেই এসে বল্যে। আপনার কোন চিন্তা নাই, একটু নিদ্রা যান, দেহটা ঘর্ম্মাক্ত হয়েচে (অঞ্চল দ্বারা গাত্র মার্জ্জন)

বেম। ভগবতি! আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

হেমন্তকের প্রবেশ।

বিদূ। (স্বগত) যাই, দেখি গিয়ে রাজা এখন কোথা আছেন। (প্রকাশ্যে আপনা আপ্‌নি) যদি ব্রহ্মচারীর উদ্যানে যেতে হয়, একবার মহারাজার সঙ্গে দেখাটা করে যেতে হবে, কারণ সেটা মরণ বাঁচনের পথ সেটা বড় কম কাণ্ড নয়, এই বেলা কিছু স্বীকার করান যাক্। বীরেন্দ্র বড় কসা, কেবল উনি যেখানে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। (ঈষৎ চিৎকারপূর্ব্বক) কোন্ শালা বা যাবে।

রাজা। কিহে বয়স্য! আপন মনে কি বক্‌তে বক্‌তে আস্‌চো, ভূতে পেয়েচে না কি?

বিদূ। এই এই বীরেন্দ্ররাজ একবার তাঁর সঙ্গে সেই সেই ব্রহ্মচারীর উদ্যানে যেতে বল্‌চেন, তা তা মহারাজ আমাকে আপনারা পেয়েচেন, আর কোন উপদেবতা পায়নি।

রাজা। (হাস্য করিয়া) তবে আমরা কি ভুত?

বিদূ। না মহারাজ! এমন কথা কিছু বলিনি, তবে দিবা নিশি আমাকে সঙ্গে করে নাকি ফেরেন, এজন্যে ও কথা বলেচি।

রাজা। সে যাহা হউক এক্ষণে যাবার বিলম্ব কি?

বিদূ। মহারাজ! আপনাকে এক্‌টা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, তাহাতেই যে বিলম্ব।

রাচ। তুমি তো বড় মন্দলোক নও, এত বাক্ আড়ম্বর কেন? যেতে হয় শীঘ্র যাও।

বিদূ। মুখে আমিও বল্‌তে পারি, একবার যান্ না, মজা টের পাবেন! এই যে এতদূর যাব, যদি তার দিক্ হই কিছু ফল মূল খেতে পাব। যদি রাজার দিক্ হই কপালে মেয়াদ্। একি কম বিপদ, এখনি গলা শুকুচ্চে। যাহক্ মহারাজার কাচে এত দিন আচি কখনও কিছু অলঙ্কার দেননি, এবারে ব্রহ্মচারী হয় তো চার্‌গাছা মল দেবে, আর ঝম্ ঝম্ করে ব্যাড়াব।

বীরে। মহাশয়! যাবেন তো বলুন, নতুবা আমি একা যাই?

বিদূ। আচ্ছা তবে যাই চলো। (চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যান)

রাজা। ও কি বয়স্য! এসময় ধ্যান কেন? কারে দেখ্‌চো, শীঘ্র যাও।

বিদূ। আ মহারাজ! আপনি তো বড় মজার লোক, আপনার হাজার পুত্রই যাক্, আর জামাই যাক্, আপনার নাকি মন ঠাণ্ডা আচে, ভাবেন এইরূপ সকলকার। আপনার এক বল্‌তে দুটো স্ত্রী। আর একে তো আমাকে যমের দক্ষিণ দোরে যেতে বল্‌চেন, তাতে আমার সেই সবে ধন নীলমণি, তা যাত্রা কালে গৃহিণীকে একবার হৃদ-পদ্মে দেখে যাই।

(সকলের হাস্য ।)

গবি। মহারাজ সেই নষ্ট ব্রহ্মচারী বেটার কাণ্ড দেখেচোতো, এখন এর উপায় করুন্‌ ।

বিদূ। ওহে থামো না অত ব্যস্ত কেন ? বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি, এই চলিলাম (বীরেন্দ্রর প্রতি) এস বাবা এস ।

না ধান্‌ হলুম না আগড়া হলুম ।
কেবল কুলোর মাজ খানে নেচে মলুম ।

উভয়ের প্রস্থান ।

প্রথম অঙ্ক ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

ব্রহ্মচারীর উদ্যান সমাজ ঘর ।

ব্রহ্মচারীর উপবেশন ।

ব্রহ্ম। (গাত্রোত্থান) এস এস বাবা এস, মঙ্গলতো ? আর অনেক দিন এদিকে আসা হয় নাই ।

বীরে। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে ! ধর্ম্ম পথে অনেক বিঘ্ন ঘটে, আপনার শারীরিক মানসিক কুশল তো ?

ব্রহ্ম। উদাসীন ব্যক্তি কুশলেই থাকে ।

বীরে। আপনার নিকট একটা নিবেদন আছে, সেই জন্য এই হেমন্ত নামে মহারাজার বয়স্য এসেচেন ।

ব্রহ্ম। আজ আমার পরম ভাগ্য যে রাজার বয়স্য এসেচেন, বলো কি বল্‌বে?

বীরে। (বিদূষকের প্রতি) মহারাজ যা বলিতে পাঠালেন বলুন।

বিদূ। (স্বগত) এরা দেখ্‌তে পাই আমাকে দিয়ে সকল কর্ম্ম সারবে। ঐ যে কথায় বলে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাঁখড়ার প্রাণ যায়' এ যে তাই। (প্রকাশে) ব্রহ্মচারী মহাশয়! আপনি হচ্চেন সাধুলোক, তা আপনি রাজজামাতাকে কয়েদ দিলেন কি জন্যে?

ব্রহ্ম। আমি রাজার জামাতাকে কয়েদ দিই নাই। রাজার জামাতা অতি কুলাঙ্গার, সে এই উদ্যানের দ্বারে এসে আমার কন্যাকে আর বাচস্পতির কন্যাকে অনেক কুকথা বলাতে প্রকৃত একটা গোলমাল হয়, সে সময় আমি কি রাজপুত্র উপস্থিত না থাকাতে মাতাল বলে পুলিসের লোকে ধরে নিয়ে যায়।

বিদূ। আপনি হচ্চেন ব্রহ্ম উপাসক, আপনার তো জীবহিংসা করা বিধি নয়, আপনি তো রাজপুত্রকে এক প্রকার কয়েদে রেখেচেন, আবার জামাইটীকে কয়েদ দেওয়া কি আপনার তুল্য লোকের উচিতমত কর্ম্ম? এবার মহারাজার কোপে পড়েচেন আর রক্ষা নাই।

ব্রহ্ম। (ঈষৎ হাস্য মুখে) হাঁ আমাদের তো জীব হিংসা বিধি নয়, যিনি রাজা, প্রজাগণের পিতা মাতা, তিনি কেমন

করে আমার অনিষ্ট করবেন? বিশেষ আমার কোন দোষ নাই, তোমাদের রাজজামাতা আপনার দোষে কয়েদ হয়েচেন।

বীরে। (রাগত ভাবে) আর কাজ নেই মহাশয়! নিধুর দোষেই কয়েদ হয়েচে, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দোষ দেওয়া কেবল মূঢ়ের কর্ম্ম।

বিদূ। সে তো জানাই আছে, যিনি ঈশ্বর সর্ব্বময় তিনি দুষ্টের দমন কর্ত্তা শিষ্টের পালন কর্ত্তা, এসব তাঁরি খেলা।

গবিন্দর প্রবেশ।

গবি। একি! এখানে এত বিলম্ব হচ্চে কেন? মহারাজ তোমাদের নিমিত্ত উতলা হচ্যেন, এখানে যে আসে আর যে ফিরিতে চায় না।

বিদূ। এ উদ্যানটী বড় কামিক্ষা, আপনি আবার এখানে কেন এলেন, এখনি যে ভ্যাড়া হবেন?

গবি। সেই জন্য মহারাজ আমাকে পাঠালেন, আপনাকে দড়িধরে নিয়ে যেতে।

বিদূ। হাঁ এখন তারে খবরটা শীঘ্র যায় বটে, কিন্তু আমি অনেকক্ষণ এসেচি এ পচা ভ্যাড়াতে তো আর কোন কর্ম্ম দেখ্‌বে না। তুমি না কি এই আস্‌চো, টাটকা আছ, এই বেলা বীরেন্দ্ররাজ আপনাকে কামিক্ষা দেবীর নিকট বলি দিয়া মহারাজার জন্য মহাপ্রসাদ নিয়ে যান।

সকলের হাস্য।

গবিন্দ। (ক্রোধান্বিত হইয়া) কি আমি হচ্চি রাজার শালা, আমাকে এত অপমানের কথা? পাজি নচ্ছর! তুই থাক, এখনি একথা মহারাজকে গিয়ে বলচি।

(গবিন্দর প্রস্থান।)

বীরে। দেখুন মহাশয়! আপনি মাতুলকে রাগিয়ে দিলেন, মহারাজ আপনার উপর বিরক্ত হবেন।

বিদূ। ওসব কথা না বল্যে কি ও বেটা এখানে থেকে যেতো, ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকতো। এখন মজা করে উদ্যান ভ্রমণ করি, আর ফলটা মূল্‌টা আহার করি।

সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

ব্রহ্ম। রাজপুত্র আজ শারীরিক কেমন আচেন? তিনি কি এখন একা রইলেন?

সন্ন্যা। (অধোবদনে) আমি এতক্ষণ সেই খানেই ছিলাম, ভাবিনী এখনো কেন এলো না তাই দেখ্‌তে এসেচি।

ব্রহ্ম। ভাবিনী কোথা গেচেন?

সন্ন্যা। রামগতি ভায়াকে ডেকে নিয়ে গেলেন, বল্যেন বড়রাণী লবঙ্গকে পাঠাবেন, লবঙ্গ দেখা করে যাবে।

বীরে। (স্বগত) আহা এই কি সন্ন্যাসিনী, এমন রূপ

তো কখন দেখিনে, আবার কথা গুলিও সেইরূপ, কথাতে যেন অমৃত ক্ষচ্চে, এমন সুচারু দেহ মনুষ্যের সম্ভবে না, এ কোন দেবকুমারী (প্রকাশে) (ব্রহ্মচারীর প্রতি) এই কন্যাটী কি আপনার?

ব্রহ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে) নাথ তুমিই সত্য। হাঁ এক্ষণে আমারি বটে, আমার তোমার মিছে, সকলি ঈশ্বরের।

ধীরে। একবার ধীরেন্দ্রকে দেখে যাব।

ব্রহ্ম। হাঁ চলো তবে।

বিদূ। (স্বগত) এখন তো ধীরেন্দ্র ও ব্রহ্মচারী গেলো, এই দেবকন্যাটীর সঙ্গে গোটা কতক কথা কই। আমাদের এই ঢের, কালে ভদ্রে ঘটনা। (প্রকাশে) ওগো বাছা রাজকন্যা। না না ওটা ভুল হয়েছে, ওগো বাছা সন্ন্যাসিনি! আমাদের রাজপুত্রকে এমন করে ভুলিয়ে রেখচো কেন? আর তাঁকে যে এত যত্ন করো কোন্ সম্বন্ধে?

সন্ন্যা। সম্বন্ধ থাক আর না থাক, আমাদের এই পবিত্র আশ্রমে যিনি আসিবেন, আমরা তাঁরি পরিচর্য্যা করিব।

বিদূ। (স্বগত) 'বাছা' বলাটা আর হবে না, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে কামিনী রূপবতী ও যুবতী তাহাকে কোন মতে গুরুতর সম্পর্ক বলা বিধি নয়। (প্রকাশে) সন্ন্যাসিনি! আমি আজ এই খানে থাক্‌ব।

সন্ন্যা। আমাদের পরম ভাগ্য।

বিদূ। (স্বগত) হাঁ মেয়েটী খুব পাকা, নৈলে রাজ পুত্রকে কুনো ব্যাঙ করে রেখেচে, (প্রকাশে) ওগো কন্যা। তোমার এখানে রসগোল্লা, ছানাবড়া, কচুরি প্রভৃতি করে সকল দিব্য পাওয়া যায়? না কেবল উদ্যানের ফুল শুঁকে আর তোমার পাকা পাকা মধুর কথা শুনে থাকৃতে হবে?

সন্ন্যা। আমরা উদাসীন মানুষ, আমরা উত্তম সামিগ্রী কোথা পাব? তবে যথা সাধ্য অতিথের সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহাই করিব।

ধীরেন্দ্রের প্রার্থনা।

ওঁ তৎ সৎ।

ধীরে। হে পরমেশ্বর! অদ্যকার দিন অবসান হইল। অদ্য তুমি আমার উপর যে করুণা বর্ষণ কবিয়াছ, তোমার প্রসাদে অদ্য যাহা কিছু সুখ ভোগ করিয়াছি, যাহা কিছু মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি তজ্জন্য তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। তোমার করুণার বিশ্রাম নাই, প্রতি নিমিষে তোমার কৃপা উপলব্ধি করিয়াছি। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা তুমিই শান্তি করিয়াছ, তুমি আমার শরীর মনকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছ। পরমেশ! তোমার করুণার কি প্রতিক্রিয়া করিব? আমার মন প্রাণ সকলি দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। অদ্য তোমার ইচ্ছার যাহা কিছু অন্য-

থাচরণ করিয়াছি, তুমি সে অপরাধ মার্জ্জনা কর এবং আমার মনে দৃঢ়তা ও বল বিধান কর যেন সে সকল পাপে আর পতিত না হই। আমাকে দিন দিন উন্নত কর, হে নাথ! যেন তোমার ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে আমার জীবন অবসান হয়।

ব্রহ্মচারীর ও বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

ব্রহ্ম। আহা কর্ণ জুড়ালো, ধীরেন্দ্রের উপাসনা অতি উত্তম হয়েচে।

ধীরে। (বীরেন্দ্রর প্রতি) আপনি এখানে কতক্ষণ এসেচেন?

বীরে। আমি অনেক ক্ষণ এসেচি।

ধীরে। মহারাজ আমার দুই মাতা কুশলে আচেন তো?

বীরে। সকলি মঙ্গল, কেবল নিধুর মেয়াদ হওয়াতে মহারাজ ও ছোটরাণী মনোবেদনায় কালযাপন কর্‌চেন। সেই জন্য মহারাজ আমাকে ও হেমন্তককে এখানে জানিতে পাঠালেন, এখন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিলাম। পরে তোমার অসুখ শুনে দেখ্‌তে এলাম।

ধীরে। হেমন্ত কোথায়?

হেমন্তকের প্রবেশ।

বিদূ। এই যে সব বসে গল্প হচ্চে।

সকলে। আস্‌তে আজ্ঞে হক্।

ধীরে। অপনি এতক্ষণ কোথা ছিলেন ?

বিদূ। আর বাপু কেবল বাগান আগান ঘুরে ঘুরে, (উদরে হস্তদিয়ে) এঁর ক্লেশ বৈত নয়। এখানে দেখ্‌চি আহারের কষ্ট টাই বড়, যা হউক্ এখন বল দেখি নিধুকে কয়েদ কল্যে কেন ?

ধীরে। কল্য নিধুর জন্য প্রায় সমস্ত রাত নিদ্রা হয় নাই, পুলিসের লোক এসে গোলমাল করে নিধুকে ধরে নিয়ে যায়, এমন সময় আমি গিয়ে অনেক টাকা দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা কর্‌লাম, কোন মতে তাহারা রাজী হলোনা। সেই জন্য বোধ হয় কিছু অসুখ হয়েচে।

বীরে। আজ আসি, পরে যাহা হয় লোক দ্বারা খবর দেব (ব্রহ্মচারীর কর্ণে কি বলে গেলেন।)

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্করিণীর ধারে ভাবিনীর উপবেশন।

ইন্দ্র ভূষণের প্রবেশ

ইন্দ্র। (স্বগত) আহা ভাবিনীকে দেখে মন আমার এত চঞ্চল কেন হয়? এর তো কিছুই ভাব বুঝিতে পারিনে, যাহক্ একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি (প্রকাশে) ভাবিনি অমন করে একাকিনী বসে বসে কি ভাবচো?

ভাবি। (চকিত ভাবে) কৈ না এই খানে বেস বাতাস গায় লাগ্‌চে তাই একটু বসে রয়েচি।

ইন্দ্র। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো বল্‌বে?

ভাবি। (স্বগত) আহা ইনি যদি আমার স্বামী হতেন! কি কথাগুলি যেন মধু ঢালা, কি রূপ যেন সাক্ষাত ভগবান। (প্রকাশে) কি জিজ্ঞাসা করবেন?

ইন্দ্র। তোমার বিবাহ কোথা হয়ে ছিল?

ভাবি। কেন সে কথা কেন?

সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

সন্ন্যা। ইস্ এঁদের যে দুই জনে ভারি প্রণয় দেখ্‌চি!

হবেনা কেন? ভাবিনী যেমন আমুদে, ইনিও তেমনি সুপুরুষ।

(ইন্দ্র ভূষণের প্রস্থান।)

ভাবি। (স্বগত) হায় ইন্দ্রভূষণকে দেখ্‌লে আমার ইন্দ্রিয় অবশ হয় কেন?

সন্ন্যা। ভাবিনি! এখানে ইন্দ্রভূষণের সঙ্গে এত কথা কি হতে ছিল? আমি যে তোমাকে কখন ডেকে পাঠায়েচি।

ভাবি। কেন, এত জোর তলপ?

সন্ন্যা। তুমি এত দেরি কল্যে কেন, লবঙ্গ কি জন্যে এসেছিল?

ভাবি। ধীরেন্দ্র কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতে, আর আমাকে মহারাজ রাজবাটী কি আমার বাপের বাটী যেতে বারণ করেচেন সেই কথা বড় রাণী লবঙ্গকে দিয়ে বলে দিয়েচেন, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমিও সন্ন্যাসিনী হলেম।

সন্ন্যা। তা ভাই আমার এম্‌নি কপালই বটে, আমার কাছে যে থাকে সেও অসুখী হয়! যা হোক্ আজ থেকে তোমাকে প্রিয় সখী বল্‌তে লজ্জা কর্‌বে না।

ভাবি। মিছে নয় তোমার কাচে এসে আমার রাজ বাটী গেলো। নিজ বাটী গেলো, তোমার কি ভাই! আজ কাল তুমি মনের মত সন্ন্যাসী পেয়েচো, আমি কেবল ধামা বওয়া।

আমার জাত গেল পেট ভরিল না।
হিঁদুর ছিছি মোছলমানের তোবা।

সন্ন্যা। আমি যদি তোমাকে একটী ভাল সন্ন্যাসী দিতে পারি, তাহলে আমাকে তুমি কি দেও ?

ভাবি। একপেট সন্দেশ।

সন্ন্যা। আমি সন্ন্যাসিনী, আমার সন্দেশে কাজ নেই।

ভাবি। তবে ফল মূল।

সন্ন্যা। খেয়ে অরুচি।

ভাবি। তবে একটী রাজপুত্র।

সন্ন্যা। তা তো পেয়েচি।

ভাবি। আর একটী।

সন্ন্যা। তুমি নেও।

ভাবি। কেন আমাকে যে তুমি দেবে ?

সন্ন্যা। যারে দেব নেবে ?

ভাবি। কাকে দেবে ?

সন্ন্যা। তুমি যারে ভাল বাস ?

ভাবি। কাকে ভাল বাসি ?

সন্ন্যা। কেন ইন্দ্রভূষণকে অঙ্গের ভূষণ করে দেব।

ভাবি। তুমি এখন সুখী, যদি ভূষণে ইচ্ছা থাকে পর।

সন্ন্যা। ভাই ভাবিনি! আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। আমার কপালে যে সকল দিকে মঙ্গল হবে, এমন মনে করোনা।

আমি কি চিরদিন রাজপুত্রের দাসী হয়ে থাকতে পাব? আমি দুঃখে দুঃখী হচ্চি, কিন্তু সুখে দেখ রাজরাণী হবো না। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

ভাবি। কেন ভাই তোমার কপাল মন্দ বলো? রাজপুত্র পিতা মাতা আত্ম বন্ধু ত্যাগ করে কেবল তোমাকে নিয়ে ভেসেচেন, এতেও তোমার চিন্তা?

সন্ন্যা। (সদীর্ঘনিশ্বাসে) দেখ ভাই আজ আমার এত চিন্তা কেন হচ্চে? আজ যেন আমি চারিদিক শূন্য দেখচি। রাজপুত্রকে পেয়ে আর কোন চিন্তাই ছিল না, আজ আবার নূতন চিন্তা।

ভাবি। (হাস্য করিয়া)। কেন রাজপুত্র তো কাচে আচেন তবে এত চিন্তা কেন?

সন্ন্যা। হা জগদীশ্বর! আমার দুঃখের কি অবসান হবে না? হা নাথ এ চির দুঃখিনীর পানে চায়, এমন যে কেউ নেই। যিনি পিতা তিনি আজ দুই তিন দিন আমার সঙ্গে কথা কন্‌না, আমার পানে চান আর চখ্ দিয়ে কেবল টস্ টস্ করে জল পড়ে। ইহার কারণ কে বল্‌বে? পিতা কেন এমন হলেন? (রোদন)

ভাবি। ওকি এত রোদন কর কেন? তোমার পিতা কাচে আচেন, রাজপুত্র কাচে আচেন, তবু এত চিন্তা! ছি ভাই কেঁদোনা, তোমার অমন মলিন মুখ দেখ্‌তে পারিনে।

(ধীরেন্দ্রের প্রবেশ অন্তরালে দণ্ডায়মান)

ধীরে। এই যে আমার প্রাণেশ্বরী ভাবিনীর নিকট কি বল্‌চেন, গোপনে থাকিয়া একটু শুনি।

সন্ন্যা। ভাই ভাবিনি! আজ এত চিন্তা কেন হচ্চে? আজ যেন চারি দিক্ শূন্যময় দেখ্‌চি।

ধীরে। (স্বগত) একি প্রিয়ে আজ এসব কথা কেন বল্‌চেন, যা হক্ আমার শুন্তে হলো।

ভাবি। ভাই তোমার বৃত্তান্ত প্রতি দিন আমি শুন্তে চাই অমনি তুমি একটী না একটী কথা চাপা দেও, কোন দিন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলো, আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারিনে। আজ তোমায় বল্‌তে হবে কোন ওজোর শুন্‌বো না।

সন্ন্যা। তবে নিতান্ত এ হতভাগিনীর দুঃখের কথা শুন্‌বে? আমার ক্লেশ শুনিলে তুমিও ক্লেশ পাবে সেই জন্যে বলিনে।

ভাবি। আমার কাচে তোমার দুঃখ বলিলে তোমার অনেক কম পড়িবে।

সন্ন্যা। আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলিনি, কিন্তু তোমাকে না বলে থাক্‌তে পারিলাম না। আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, আমার পিত্রালয় জয়পুর, তথাকার রাজার কন্যা এ দুঃখিনী। আমার দুঃখের শেষ নাই। অতি বালিকাবস্থায় পিতার কাল হয়, পিতার শোকেই হক্ অথবা মনুষ্যের জীবন কিছু

দিনের জন্য বলিয়াই হক্ জননীও মানবলীলা সম্বরণ করে স্বর্গ ধামে গমন করিলেন কেবল আমরা তিন সহোদর আর চারি সহোদরা রহিলাম। পিতার জীবিতাবস্থায় আমার তিন ভগিনীর বড় বড় রাজার ঘরে বিবাহ হয়। তিন সহোদরেরও বিবাহ হইয়া ছিল, কিন্তু আমার পিতার অপেক্ষা নীচ ঘরে, এ জন্য আমার ভাইজ গুলির স্বভাব অতিশয় নীচ ছিল। তাহারা সর্ব্বদাই আমার নামে সহোদরেদের কাচে লাগাতো, আর আমার উপর দ্বেষ হিংসা করিত, ক্রমে আমি সহোদরদের বিষ নয়নে পড়িলাম। হঠাৎ একদিন আমার সহোদরগণ কহিলেন চলো আজ আমরা সবে মৃজাপুরে বিন্দুবাসিনী দেখিতে যাই। এই কথা বলে দাস দাসী লোক জন তাঁহাদের স্ত্রীগণ এবং আমাকে সঙ্গে করে চলিলেন। পরে সন্ধ্যের সময় একটী জন শূন্য মাঠের মধ্য খানে গিয়ে তাম্বু ফেলে সেই খানে আহারাদি করে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমার বয়েস তখন দশ কি এগারো। আমি অঘোর নিদ্রা যাইলাম, প্রভাতে উঠে দেখি আমি একা মাত্র শয়ন করে আছি আর সকলে পলায়ন করেচে। আমি তখন নিতান্ত বালিকা নই, বিশেষ বাল্য কাল হইতেই কিছু বুঝিতে সুঝিতে পারিতাম। অনায়াসে সহোদরদের কুপরামর্শ বুঝিতে পারিলাম। এমন সময় ভয়ানকদেহ একজন সাঁওতাল এসে আমার মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে চলিল। আমি তাহার ভিতর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ

করে কাঁদিতে লাগিলাম এমন সময় প্রকাণ্ডকায় একজন হিন্দুস্থানী এসে তাহাকে মেরে আমাকে উদ্ধার করিল। তখন মনে করিলাম যাহক্ এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। কিন্তু সেই নরাধম সেই সময় আমাকে টাকা গহনার লোভ দেখয়ে কোন কুৎসিত স্থানে লইয়া রাখিবে বলিল।

ভাবি। রস্ ভাই! কথার উপর কথা কই। আমি যে অবাক হলেম ঐ অত ছোট মেয়েকে কেমন করে মন্দ কথা বল্যে? অমা আমি কোথা যাব? বলো ভাই বলো শুনি।

সন্ন্যা। পুনর্ব্বার সেই রকম চিৎকার করে কেঁদে উঠিলাম। এমন সময় এই যিনি আমার পালন কর্ত্তা, উনি সেই খান দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার রোদন ওঁর কর্ণে যাওয়াতে সেই পাপিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে খালাস করিলেন। আমি তখনি ওঁকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলাম। তখন আমার জ্ঞান শূন্য, পরে আমার মুখে জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে! তোমার বাটী কোথা? তুমি কার কন্যা? কোন্ ঘর উজ্জ্বল করে জন্ম নিয়েচো? আমি তখন সকল পরিচয় দিলেম। পিতা কহিলেন আর আত্ম লোক তোমার কেউ নাই? আমি কহিলাম অমুক স্থানে আমার জেষ্ঠ ভগিনীর বাড়ী, আপনি যখন আমার জাত প্রাণ রক্ষা করিলেন, তখন সেই স্থানে আমাকে রেখে আসুন। পিতা সম্মত হয়ে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আমার ভগিনীপতির নাম বীরসেন, জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় তাঁর বাটীর

কাছে গিয়ে পিতা দ্বারে রহিলেন, আমাকে অন্তঃপুরে যেতে বলিলেন, কিন্তু এ হতভাগিনীকে দ্বাররক্ষকেরা কোন মতে প্রবেশ করিতে দিল না। আমি কেঁদে কহিলাম আমার দিদি রাজরাণী, আমি তাঁর কাছে যাব। তাহারা আমারে কাতর দেখে আর পিতার অনেক বলাতে অন্তঃপুরে খবর দিলে পরে একটী পরিচারিকা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার নাম কি? যখন নাম ধাম বলিলাম তখন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো। দেখি ভগিনী বসে আছেন, চারি দিকে পরিচারিকাগণ কেউ বিজন কর্‌চে, কেউ অঙ্গ পরিষ্কার কর্‌চে। আমাকে দেখে চিন্তে পার্‌লেন না, আমি যখন সব পরিচয় দিলেম, তখন কহিলেন এখন চিনেচি। আমি ছেলেবেলা পড়ে গেছিলেম এই কপালের দাগ দেখে কহিলেন "হুঁ তুমি সেই পঙ্কজিনী বটে, কিন্তু আমি তোমাকে রাখিতে পারিব না। যখন সহোদরেরা রাখেন নি তখন আমি রাখিলে তাঁরা আমার উপর রাগত হবেন।" তখন আমি নিরুপায় হয়ে সেই ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে আসিয়ে দেখি দরজায় তিনি নেই। তখন আমার শোক দুঃখে নয়ন দিয়ে ক্রমাগত জল পড়িতে লাগিল। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি কেউ কথা কয় না, রাজভোগে সবে উন্মত্ত, কে আমার সঙ্গে কথা কবে? ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলাম, দেখি একটী গাছের তলে পিতা বসে বিশ্রাম কর্‌চেন। আমাকে দেখে বিস্ময় ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন একি, তুমি যে এলে? আমি সব বলে

রোদন কর্‌তে লাগ্‌লেম। পিতা কহিলেন অদ্য হইতে আমার কন্যা তুমি, আমি তোমার পিতা, আমি যেখানে যাব তোমাকে সঙ্গে করে যাব। সেই পর্য্যন্ত সকল স্থানে ভ্রমণ করি কেবল পৈরাগের নিকটবর্ত্তী গ্রামে ঐ ইন্দ্রভূষণের সঙ্গে দেখা, উনি সেই পর্য্যন্তই সঙ্গে আচেন।

ভাবি। আচ্ছা তোমার বাড়ী হিন্দু স্থানে এমন সুমিষ্ট বাঙ্গালা কথা কেমন করে হলো?

সন্ন্যা। অনেক বাঙ্গালা স্থান বেড়িয়েচি।

ভাবি। তুমি এত স্থান বেড়িয়েচো, আমাদের রাজপুত্রের মত আর কারুকে ভাল বেসেছিলে?

ধীরে। হায়! প্রিয়ে কি বলেন শুনি। যদি কোন বিপরীত কথা বলেন, এখনি প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো।

সন্ন্যা। আমি কেবল বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে তীর্থ স্থানে বেড়িয়েচি, কোন রাজধানী যাইনি, কোন রাজপুত্র দূরে যাক মনুষ্য মাত্র অতি অল্প দেখেচি।

ভাবি। তবে একেবারে এই খানে সেঁউতি নক্ষত্রের বারি পতিত হয়েচে।

ধীরে। আ প্রাণ যেন এখন দেহে এলো!

ভাবি। তোমার এত দিনে বোধ হয় সে সব ক্লেশ গেছে। আচ্ছা ভাই রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার যে এত প্রণয়, তোমার পিতা কি সব জানেন?

সন্ন্যা। পিতা প্রথমেই বলেছিলেন যে যদি কোন

সুশীল রাজপুত্রের সঙ্গে পঙ্কজিনীর বিবাহ দিতে পারি তবেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

ভাবি। (সপরিতোষে) এখন তো তোমার বিবাহ হয়নি?

সন্ন্যা। আমি কি বিবাহ না হলে ওঁকে গ্রহণ কর্‌তাম?

ভাবি। তোমার পিতার জানতো না অজানতো?

সন্ন্যা। এক দিন পিতা কথায় কথায় রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন তোমার কি বিবাহ হয়েচে? রাজপুত্র কহিলেন 'না'। পিতা আমার নাম করে কহিলেন তবে আমার কন্যাকে যদি মন হয় তবে কেন বিবাহ করো না? আমার কন্যা নিতান্ত হীন বংশে জন্মেনি, আমার কন্যা কুমারী। যদি তুমি উহার কাছে রাত্র দিন থাক, লোকে অপযশ ঘোষণা কর্‌বে। পরে আমার কন্যার বিবাহ হবে না। রাজপুত্র উত্তর কর্‌লেন আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করেচি, নতুবা আমি কখন আপনার কন্যার সঙ্গে এরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা কহিতাম না, চক্ষু লজ্জায় আপনার কাছে এতদিন প্রকাশ করি নাই।

ভাবি। (স্বগত) খুব মেয়ে এই গুলি আড়াল থেকে শুনেচে। (প্রকাশে) তোমার পিতা এত দিনে খুব সুখী হয়েচেন?

সন্ন্যা। ভাই সে দিন পিতার যথার্থ আনন্দ দেখে-

ছিলেম। কিন্তু এই দুই তিন দিন আর সে ভাব নাই, যেন সর্ব্বদা কি ভাবেন। ভাই সেই জন্যে আমার প্রাণ কেমন কচ্চে।

ভাবি। (হাস্য মুখে) কেন দুটীতে যেন কপোত কপোতিনীর মত মুখে মুখে আছ, তবে এত প্রাণ কেমন কি?

সন্ন্যা। ভাই ভাবিনি! তোমার রঙ্গের কথা বুঝ্‌তে পারিনে আমি এখান থেকে চল্যেম। (গমনে উদ্যত।)

ভাবি। ছি ভাই! তামাশা করে একটা কথা বল্যেম বলে কি রাগ কর্‌তে হয়? ও সব কথা যাক্, তুমি ভাই সে দিন আমার কাচে সত্য করেছিলে একটী গান বল্‌বে. আজ বলো।

ধীরে। আহা আমার কি এমন শুভ দিন হবে যে ঐ চন্দ্র মুখে একটী গান শুন্‌বো! এই গোপনে থেকে প্রিয়ের যত দুঃখের কথা শুন্‌ল্যেম, মনের কথা শুন্‌ল্যেম, এখন একটী গান শুনে জীবন সার্থক করি। হায় আমার অঙ্ক-লক্ষ্মী বাল্য কাল থেকে কতই কষ্ট পেয়েচেন! আমি প্রেয়সীকে সুখী করে যদি একদিন বাঁচি তবু আমার দেহ প্রাণ সার্থক হইবে।

সন্ন্যা। আগে তুমি বলো শেষে আমি বল্‌বো।

ভাবি। আমি একটী বলে তিন চারিটী শুন্‌বো।

সন্ন্যা। আচ্ছা তাই ভাল।

ভাবি। আগে গরুর ডাক শোন, পরে কোকিল ডাকবে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ঐ দেখনালো সই আইল ঋতু বসন্ত, লয়ে সৈন্য সামন্ত। কোকিলে কুহরে সিহরে প্রাণ যে করে প্রাণসখীরে, আবার বুল বুল ফুকারে, তাহে নিকেতনে নাহি কান্ত। ফুট্‌লো ফুল অলিকুল গুঞ্জরে, সুখে নায়ক নায়িকা দেখ বিহরে, আমি একাকিনী বিরহিণী বল কে করিবে শান্ত।

সন্ন্যা। বেস গানটী সখী, এটী তোমার মনের মতন।

ভাবি। তবে এটী তোমার ভাল লাগেনি।

সন্ন্যা। গানটী যেন পাকাটে পাকাটে।

ধীরে। হৃদয়বল্লভা যেমন কোমল, তেমন গান কোমল চান। দেখি জীবিতেশ্বরীর কি মনের মত হয়।

ভাবি। তবে আর একটী বলি যদি পেলা পাই।

সন্ন্যা। থাম্‌লে যে, আ একটী বলে হাঁপালে না কি?

ভাবি। রসো, কাঁচা কাঁচা ভিয়েন করি।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কি হলো কি হলো সখী আজ কেন গো হলো এমন। ওঠো ওঠো প্রাণ সখী ত্যজিয়ে ধরা শয়ন। কি দোষেতে

রোষ করি, ধূলায় শুয়েচো মরি, ডাকে তব সহচরী, কেন না কহ বচন। সোনারো কমল কায়, ধূলাতে লুটায়ে যায়, এ দুঃখ সহেনা হায়, হায় বিধি নিদারুণ।

সন্ন্যা। ভাই এই গানটী আমার বড় ভাল লেগেচে, ইচ্ছা করচে এই রকম আরো শুনি।

ভাবি। কৈ এখন পেলা দেও, মুখে ভাল বলো শুনবো না।

সন্ন্যা। এখন মিছে কেন লজ্জা দেও, আগে পেলা দেবার সময় হক, দেব।

ভাবি। "থাক্ থাক্ কুকুর আমার আসে, ভাত দেব তোরে ভাদ্র মাসে।"

সন্ন্যা। সখি! আমি রাজার কন্যা, রাজার বউ, রাজ-নারী; কিন্তু এখন আমি সন্ন্যাসিনী। (অধোবদন)

ভাবি। ভাই পঙ্কজিনি! তুমি এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিংহাসনে বস্‌বে, তখন হয় তো কথাই কবে না।

ধীরে। এঁ আমি কি রাজপুত্র? আমার কি প্রাণ-প্রতিমা এখন সন্ন্যাসিনী? উঃ হৃদয় যে বিদীর্ণ হলো। কবে আমি ইহাঁরে অন্তঃপুরে লইয়া সিংহাসনে বসাব।

সন্ন্যা। যদি সুখে অহঙ্কারিণী হই, তবে তেমন সুখে আমার কাজ নেই।

ভাবি। আর অত কথায় কাজ নেই, গান বলো।

সন্ন্যা। নিতান্তই শুনবেত শোন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যামিনীতে একাকিনী প্রেম করিয়াছে যেজন। স্বপনে হেরিনু সখী কামিনীর মনোরঞ্জন। ধীরে ধীরে গুণমণি, রমণীর হৃদয় মণি, আসিয়ে প্রাণ সজনী, চুরি করিয়াছে মন। অলস ঘুমেরি ঘোরে, ধরিতে নারিনু চোরে, পাগলিনী করে মোরে, পলাইল প্রাণ ধন।

ধীরে। আহা হা! মনোহারিণীর কি মনোহর সঙ্গীত-শক্তি, যেন শত শত কোকিলে ঝঙ্কার দিলে, আর একটু থাকি দেখি আর বলেন কিনা।

ভাবি। ভাই সন্ন্যাসিনী পঙ্কজিনী প্রাণসজনী! এমন সুমিষ্ট মধুর ধ্বনি কখন না শুনি, একবার ইচ্ছা করে রাজপুত্রকে শোনাই ধনি, তিনি কি শোনেননি?

সন্ন্যা। তোমার একটী গান আমি এক জনকে শোনাব।

ভাবি। কাকে, রাজপুত্রকে?

সন্ন্যা। কেন তাঁকে কেন, তাঁকে আমি এখনো মন খুলে কিছু বলিনে, কি জানি যদি আমাকে না নেন।

ধীরে। হায় প্রিয়ে! এখনো আমাকে বিশ্বাস করেন নি, আমি কিন্তু সকল পরিত্যাগ করে উদাসীনের মত

প্রণয়িনীর বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করে জীবন ধারণ করে আছি।

ভাবি। ভাতার ভাল বাস্‌লে কি কারুকে বলতে নেই?

সন্ন্যা। পাড়ায় পাড়ায়?

ভাবি। কেন আমার কাচে।

সন্ন্যা। কি গান?

ভাবি। তাই বলো।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল এক তালা।

চলো চলো প্রাণ সখী হেরিতে সেই গুণাকরে। শীতল হবে অন্তর দেখিলে নব নাগরে। সুখে কান্তরে হেরিব, চরণে মন অর্পিব, সব সাদ মিটাইব, ভাসিব সুখো সাগরে। নয়ন সফল হবে, দুঃখ রাশি দূরে যাবে, মনোবাসনা পূরিবে বলিগো তোমায়; সহজে চঞ্চলা নারী, ধৈর্য্য ধরিতে নারি, চলো সখী ত্বরা করি, তুষিতে হৃদয়েশ্বরে।

ধীরে। এখন তো প্রেয়সীর পরিচয় পেলেম, গান শুন্‌লেম, এক বার দেখা করে যাই। (কাছে এসে) বিধুমুখি! এই আমার মুক্তার মালা গাছটী তোমার প্রিয় সখী ভাবিনীকে দেও। (গলা হইতে মোচন।)

সন্ন্যা। (হাস্য মুখে) এস সখি! তোমার গানের পেলা নেও।

ভাবি। (অপ্রতিভ হইয়া) তবে তোমার কৈ?

ধীরে। (স আহ্লাদে) আমার হৃদয় মন প্রাণ।

ভাবি। ভাই পঙ্কজিনি! এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি দুটী ফুল তুলে আনি।

ধীরে। (হস্ত ধারণ করে) প্রিয়ে! আমিও এখন যাই, পিতা ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ ডেকেচেন।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান মধ্যে বেদিকা।

ব্রহ্মচারীর উপবেশন।

ব্রহ্ম। (অধোবদনে চিন্তা) হা কন্যা! চিরদুঃখিনি! লজ্জাশীলে! তোমাকে কার কাছে রেখে যাব? আমি আর তোমার ও মুখচন্দ্র দেখ্‌তে পাবনা। আমাকে পিতা বলে কে যত্ন করবে? আমি কি আর তোমার সুধা তুল্য সুমিষ্ট বাক্য শুন্তে পাব না? হাঁরে নিদারুণ কঠিন প্রাণ!

তুই কেমন করে এমন অবস্থায় সুকুমারী বালিকাকে বিসর্জ্জন দিয়া যাইবি? (মূর্চ্ছা প্রাপ্ত)

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ।

ধীরে। (সবিষাদে) হাঁ হাঁ, একি একেবারে মূর্চ্ছা যে? কেন এমন হলো? আ কি বিপদ, কেউ কাচে নেই! (পত্র দ্বারা বিজন)

মূর্চ্ছাভঙ্গ।

ব্রহ্ম। এস বাবা এস, আমার কাচে বসো, আজ আমার প্রাণ বড় কেমন কর্চ্চে।

ধীরে। আজ খামকা আপনার কি হলো? আমাকে কি জন্য ডেকেচেন?

ব্রাহ্ম। বাবা তোমাকে গোপনে একটী কথা বল্‌বো, আর আমার কাচে তোমার একটী সত্য কর্‌তে হবে। (সরোদনে) হা জগদীশ্বর! নাথ দয়া করে এ অধমকে আশ্রয় দেও।

ধীরে। কি বল্‌বেন বলুন, আপনার কথা অবশ্যই প্রতিপালন কর্‌বো।

ব্রহ্ম। আমি কল্য প্রাতে এখানে থেকে স্থানান্তর যাব, কারণ সে দিনে তোমার জ্যেষ্ঠ বীরেন্দ্র আমার কর্ণে এই কথাটি বলে গেলেন, "মহাশয়! আর অধিক দিন আপনি এস্থানে থাক্‌বেন না। মহারাজার অতিশয় কুবুদ্ধি, কি

জানি যদি কোন রকমে আপনার অপমান করেন, তাহাতে উভয় পক্ষে অমঙ্গল।" বিশেষ আমি সত্য করেছিলাম যে এই মাতা পিতাহীনা কন্যাটীকে যদি কোন সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে পারি, তবে অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত হইব। এক্ষণে আমার চিরসন্ন্যাসিনী তোমাকে বরণ করেচেন, এখন সকল ভার তোমার। আমার অজানত তুমি সন্ন্যাসিনীর পাণিগ্রহণ করেচো, যদি ইহাতে কোন পক্ষপাত করো, তুমি তার পাপের ভাগী, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। (রোদন)

ধীরে। আজ্ঞে আপনার কথা শিরোধার্য্য করিলাম। আপনার আর সে ভাবনা নাই। যখন আমায় বরমাল্য দিয়া আপনার কন্যা আমার অঙ্কলক্ষ্মী হয়েচেন, তখন আপনি যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন।

ফুল হস্তে ভাবিনীর প্রবেশ।

ভাবি। ইস্ বেলাটা একেবারে গেছে, দেখি আমার সখী পঙ্কজিনী কোথা। ওমা রাজপুত্র আর ব্রহ্মচারী কি কথা কচ্চেন! সন্ধে হলো, এখনো যে বড় সমাজ ঘরে আলো পড়ে নি।

আলো হস্তে রামগতির প্রবেশ।

রাম। তুমি কারে খুঁজে ব্যাড়াচ্চো?

ভাবি। কেন পঙ্কজিনীকে, রাত্র হয়েচে, তিনি শয়ন করেচেন বুঝি?

প্রভাত।

সন্ন্যা। এতো বেলা হয়েচে, কেউ ডাকে নি, কাল যেমন শুয়েছিলেম অমনি যেন মরে ছিলেম।

ইন্দ্রভূষণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (সরোদনে) হা ভগিনি পঙ্কজিনি! আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েচে, আজ আমরা পিতৃহীন হয়েচি।

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

সন্ন্যা। (সবিষাদে) কেন কেন, পিতার কি হয়েচে কৈ কোথা? (সসম্ভ্রমে) ইন্দ্রভূষণ, আমার পিতার কি পীড়া হয়েচে শীঘ্র বলো?

ইন্দ্র। ভগিনি! পিতার কোন পীড়া হয় নি, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করে পলায়ন করেচেন। (রোদন)

সন্ন্যা। হা পিতঃ! তুমি আমাকে এত ভাল বাস্‌তে, তা এখন আমাকে কোথায় বিসর্জ্জন দে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে? যাবার সময় একবার দেখা করে গেলে না? আমাকে কি একেবারে পরিত্যাগ করে গেছ? হায় তুমি যে কত স্নেহ করে আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে, এখন আমার অদৃষ্টে তুমিও গেলে। হা পোড়া অদৃষ্ট! আমার কেউ নাই, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌ছি।

(মূর্চ্ছা প্রাপ্ত)

ভাবিনীর প্রবেশ।

ভাবি। (সসম্ভ্রমে) অমা একি? থামকা সখীর কি হলো? (ইন্দ্রভূষণের প্রতি) শীঘ্র জল আনো, জল আনো।

ইন্দ্রভুষণের জল আনয়ন।

সন্ন্যাসিনীর মুখে সেচন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

সন্ন্যা। সখি! আমার প্রাণ কেমন কচ্চে, অন্তঃকরণ একেবারে অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লো, কি হবে কোথা যাব? সখি! আমার পিতা কি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করে গেছেন? (সকাতরে) মৃত্যু তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে আচো? এখন তো আমাকে রাখিবার কেউ কাচে নেই, এই বেলা নিয়ে যাও। (রোদন)

ভাবি। হায়! তোমার প্রতি তাঁর এত মায়া কেমন করে কাটালেন? ঐ জন্য চার পাঁচ দিন তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা কন্‌নি। আমার শুনেই প্রাণ ফেটে যাচ্চে, তোমার তো হবেই।

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ।

ধীরে। বিধুমুখি! হৃদয়বল্লভা! তোমার পিতা আবার শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন। সে জন্য এত ব্যাকুল কেন হচ্চো? তোমার চন্দ্রমুখ ম্রিয়মাণ দেখ্‌তে পার্‌বো না। আমি,

তোমার কাছে আছি, এই ভাবিনী তোমার নিকটে আছেন। আমাকে যখন দিয়ে গেচেন, তখন তোমার অকারণ ভাবনা কেন ? তুমি রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজার স্ত্রী। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর কাচে তোমার থাকা অসম্ভব, প্রিয়ে স্থির হও।

সন্ন্যা। নাথ! আমার অদৃষ্ট যে বড় মন্দ, আবার পাছে তোমাকে হারাই।

নিশি যোগে আজ আমি দেখিচি স্বপন।
মহারাজ করেচেন তোমারে স্মরণ॥
রাজকন্যা আনি এক রেখেচেন ঘরে,
তোমার বিবাহ তরে কিছু দিন পরে॥
রোদন করিছি কত ধরে তব পায়।
তুমি এসে কাছে বসে চাহিছ বিদায়॥
ত্বরায় আসিব বলে গেলে ধীরে ধীরে।
অধীনীর পানে আর না চাহিলে ফিরে॥
সেই জন্য মন এত আছে উচ্চাটন।
তোমারে হারালে মম নিশ্চয় মরণ॥

ধীরে। প্রাণেশ্বরি! এত অমূলক চিন্তায় কেবল দেহ দুর্ব্বল হবে। আমি তোমার অদর্শনে তৃষ্ণাতুর চাতকের ন্যায়, মণিহারা ফণীর ন্যায়, বারি ছাড়া মীনের ন্যায় হই। তোমাকে দেখে আমার নয়ন শীতল হয়, আমার জীবন সার্থক হয়, আমার দেহ পবিত্র হয়।

সন্ন্যা। নাথ! আজ আমার প্রাণ কেন এত কেঁদে কেঁদে উঠচে! (দীর্ঘনিশ্বাস) আ! মন আজ বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লো, কিছুই ভাল নাগ্‌চে না, আমার দুঃখের কি আর শেষ হবে না? পরিজন সকল হারিয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে এই দূর দেশে এসে পড়লাম, তবু কি বিধাতার দয়া হবে না? এখানে এসে সেই স্নেহময় পিতাকে হারালাম। (রোদন)

ধীরে। প্রিয়ে! আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস! আমি তোমাকে পরিত্যাগ কর্‌বো? আমি যে তোমাকে এক তিল কোথায়ও রেখে নিশ্চিন্ত হইতে পারিনে, আমি যে তোমার জন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করে এই উদ্যানবাসী হয়েচি, তবু তোমার চিন্তা?

ছি ছি প্রিয়ে ভেবনাকো অনিত্য ভাবনা।
তবমুখ অদর্শনে জীবিত রব না॥
রাতিকেতে স্বপনেতে কতরূপ হয়।
স্বপন না সত্য কভু বিজ্ঞ লোকে কয়॥
আমি বৃক্ষ তুমি লতা জেন এই সার।
তুমি বিনা এভুবনে সকলি অসার॥
ভুবনমোহিনী প্রিয়ে নয়নের তারা।
তিলেক না দেখে আমি হই প্রাণে সারা॥
পঙ্কজিনী প্রণয়িনী জীবনের ধন।
তোমারে না পেলে মম নিশ্চয় মরণ॥

ব্রহ্মচারীর উদ্যান।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। (সজল নয়নে) রাজপুত্র! কি বল্‌বো বলতে গা কাঁপ্‌চে। শীঘ্র তোমার রাজবাটী যেতে হবে, বড় বিপদ, মহারাজা বীরেন্দ্ররাজ তোমাকে স্মরণ করেচেন।

ধীরে। (সভয়ে) কেন কেন, কি হয়েচে? কি হয়েচে? শীঘ্র বল। তোমাকে এত বিষাদিত দেখ্‌চি কেন? কোন অমঙ্গল তো ঘটেনি? রাজবাটীর সকলে শারীরিক তো ভাল আছেন?

বিদূ। (সবিষাদে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) আর কি বল্‌ব রাজপুত্র! সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েচে, মহারাজ তোমাকে সত্বর ডাক্‌চেন, সেখানে গেলেই সব জাস্তে পার্‌বে।

ধীরে। বিষয়টা কি আগে বলনা? নতুবা আমি কখন যাব না। আমার জননী তো ভাল আছেন?

বিদূ। হাঁ পথ থেকে ফিরেচেন।

ধীরে। তাঁর কি হয়ে ছিলো?

বিদূ। তোমার রাজ্য লাভ।

ধীরে। হেমন্তক! আমাকে খুলে বল, অমন করে বলে আমার খালি যাতনা বৃদ্ধি কর্‌চো।

বিদূ। রাজপুত্র! বড় একটা ষটার শ্রাদ্ধ বেঁধেচে, আর তোমার ও তোমার জননীর পাথরে পাঁচ কিল।

ধীরে। আ কি আপদ, তবু খুলে বল্‌বে না!

বিদূ। তবে নিতান্তই শুন্‌বে, এখনি দেহটা অশুচি হবে। মনে করেছিলাম একেবারে রাজ সিংহাসনে বসে প্রজা পালন কর্‌বে তা একান্ত শুন্‌বেত শোন। তোমার মাতুল এবং বাচস্পতির ব্রাহ্মণীতে পূর্ব্বে ঘটনা ছিল, এখন এই দুই জনে কুপরামর্শ করে বড় রাণীকে ও বীরেন্দ্রকে মেরে ফেলবের জন্য কোথা থেকে কালকূট আনাইয়া উত্তম উত্তম খাদ্য জিনিসে মিশ্রিত করে ছোট রাণীর পরিচারিকাকে দিতে বলে। সে তাহা না বুঝিতে পেরে সেই গুলি ছোট রাণীকেই ভোজন করিতে দিয়াছে। আর অমনি মহা নিদ্রা, সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ধীরে। তার পর, তার পর।

বিদূ। তার পর অন্তঃপুরে মহা গোলমাল উপস্থিত। মহারাজ বীরেন্দ্ররাজ পরিচারিকাদের ডেকে যখন সব কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহারা সব ফড় ফড় করে বলে ফেল্যে। এই গোল মাল শুনে গবিন্দ ও গৌরাঙ্গিণী পটল তুলেচে। তুমি গিয়ে তোমার বিমাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করগে।

ধীরে। হায় হায়! এমন নষ্ট লোককে মহারাজ বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন, এত ঘটনা হয়ে গেচে। (সন্ন্যাসিনীর প্রতি) প্রিয়ে! আমি তবে এখন যাই তুমি অনুমতি কর, আবার শীঘ্র এসে চন্দ্রমুখ দেখ্‌বো।

সন্ন্যা। নাথ! যা স্বপনে দেখ্‌লেম তাই হলো। আমার আর কেউ নেই, তুমি কোথা যাবে? আমি কার কাচে থাক্‌বো, কে আমাকে দেখ্‌বে? প্রাণনাথ! আমার দশা কি হইবে, এ অধীনীকে কার কাছে রেখে যাবে?

বিদূ। (স্বগত) আরে এ মেয়েটা তো দেখ্‌চি ছিনে জোঁক্, পরের ছেলেকে ভুলিয়ে রেখে আবার যেতে দেবেন না। (প্রকাশে) ওগো বাছা! একটু স্থির হও।

ধীরে। হায় হায় কি করেই বা যাই! এদিকে তো প্রেয়সীর এই দশা, ওদিকে গুরুজনের অনুরোধ।

সন্ন্যা। তবে কি তুমি নিতান্তই আমাকে ফেলে যাবে? হা নিদারুণ প্রাণ! এখন নিকটে আছো এই তো তোমার যাবার সময়। জগদীশ্বর আমাকে আশ্রয় কি দেবেন না? (মূর্চ্ছা)

(পত্র দ্বারা বিজন)

ধীরে। একি প্রিয়ে! যে রকম দেখ্‌চি প্রাণে বাঁচা যে দুষ্কর। (সসম্ভ্রমে) পঙ্কজিনি, পঙ্কজিনি! আমি এই যে তোমার কাছে আছি, এত ব্যাকুল কেন হলে?

(মূর্চ্ছা ভঙ্গ)

বিদূ। রাজপুত্র! আর বিলম্ব করা উচিত নয়, তুমি গেলে তোমার বিমাতার সৎকার হবে।

ধীরে। বিধুমুখি! আমার জন্য তোমার চিন্তা নাই, আমি এখন আসি, বিদায় দেও। এই ভাবিনী তোমার

কাচে আছেন, রাম গতি আছেন, ইন্দ্রভূষণ আছেন, আবার ত্বরায় আস্‌বো।

রামগতির প্রবেশ।

রাম। কৈ আমাদের ভাবিনী কোথা? (ভাবিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে) এই যে তুমি শীঘ্র চলো, তোমার বিমাতা গবিন্দর সঙ্গে পলায়ন করেচেন। তোমাকে বাচস্পতি মহাশয় ডাক্‌চেন।

ভাবি। (স্বগত) কি করি সখী পঙ্কজিনী কি করে বাঁচবেন। (সানুনয়ে) সখি! তোমাকে ফেলে এমন সময় গেলে কখনই তোমার জীবন রক্ষা হবে না, কি করি পিতা ডেকেচেন, যদি অনুমতি করো এক বার যাই।

সন্ন্যা। হা সখি! এই সময় তুমিও পরিত্যাগ করে যাচ্চো। (রোদন)

ভাবি। সখি! আমি যত দিন বাঁচবো কোন মতে তোমাকে ভুল্‌ব না, আবার আস্‌বো, তুমি অত কেঁদে কেঁদে প্রাণটা কি হারাবে?

সন্ন্যা। সখি! আমার আর কে আছে, তোমরা কার কাছে রেখে যাচ্চো? (রোদন)

ধীরে। উঃ কি বিপদ। প্রিয়ে! এই রামগতি ইন্দ্রভূষণ তোমার কাছে আছেন, আমি কি তোমারে এ অবস্থায় ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌ব? এখন বিদায় দেও, জননীর

সৎকার করি গিয়ে। (সজল নয়নে) প্রিয়ে! এক বার তোমার মুখচন্দ্র তোলো, ভাল করে দেখে যাই।

বিদূ। (স্বগত) এইখানেই যে মড়া কান্না দেখ্‌চি। হায় তাতো হবেই, বিপদ বিপদেরই অনুগামী, আহা এই যে স্বর্ণ চাঁপাটী যেন রৌদ্রেতে আঁউরে গেলো। রাজ-পুত্রতো আস্‌বো আস্‌বো কর্‌চেন, যেখানে থাকি তোমারি, লঙ্কায় অনেক সোনা আছে, টেঁকশালে অনেক টাকা আছে, তা বলে প্রাণ বাঁচে কৈ? এক বার এবার রাজবাড়ী সেঁদ কত্তে পাল্যে হয়, আর এ মুখোনয়। কিন্তু এই স্বর্ণলতাটী বৃক্ষ থেকে ছিঁড়ে ভূমিতলে ফ্যালা এ সামান্য পাপ নয়। (প্রকাশে) ওগো বাছা! আমি সঙ্গে করে এই রাজপুত্রকে এনে দেব, এখন একটু ঘুমও। (রাজ-পুত্রের প্রতি) অনেকক্ষণ হলো, কাল বিলম্বে পচা মড়া হবেন।

ধীরে। প্রিয়ে! আসি।

ভাবি। সখি! আসি।

বিদূ। ওগো বাছা আসি।

নেপথ্যে। ধন্যরে পুরুষ তোর গুণ চমৎকার।
পুরুষের চরণেতে কোটি নমস্কার॥
পাষাণ হইতে দৃঢ় পুরুষের মন।
সমভাবে নাহি থাকে জলের লিখন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রাজবাটী—বেমলার শয়ন ঘর ।

সকলের উপবেশন ।

ধীরেন্দ্র, বিদূষক, রামগতি ও

ভাবিনীর প্রবেশ ।

রাজা। এস বাবা এস, বোধ করি রাজবাটীর সকল বিপদ অবগত হয়েচো, এখন যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় তোমাতে ও বীরেন্দ্রতে করো। আমি বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হয়েচি, আমার বল বুদ্ধি সকলি তোমরা।

ধীরে। আজ্ঞে আপনার কোন চিন্তা নাই, জগদী-শ্বরের যাহা অভিরুচি তাহা কে খণ্ডন কবিবে? এক্ষণে সমস্ত ভার আমাদের।

কম। (পুত্র কোলে লইয়া) ওরে বাছা! এ হত-ভাগিনী জননীকে কেমন করে ভুলে ছিলে? গবিন্দ ও গৌরাঙ্গিণী যে ষড়যন্ত্র করেছিল, আর এ চাঁদ মুখ দেখ্‌তে পেতেম না। (মুখে চুম্বন করে) আর বাবা এ জীবন থাক্‌তে তোরে ছাড়্‌বো না।

বিদূ। (স্বগত) তোমারি পোয়াবারো। (প্রকাশে) আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে, আপনার পুণ্য বলে এ রাজ-সংসার আপনারি।

বাচ। মা ভাবিনি! তোমাকে অযত্ন করে সেই পাপে আমার এমন দশা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, এখন ঘরে থাক। তোমার বিমাতার কথা সব শুনেচো, সে কাল-সাপিনী আমাকে দংশন করে চলে গেচে।

ভাবি। পিতা! আমি চির দিন আপনার চরণ সেবা কর্‌বো, আপনার কোন চিন্তা নাই।

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

সিদ্ধে। (রাজার চরণ ধারণ করিয়া) পিতা আমার যে আর কেউ নেই, আমি যে মাতৃহীন হয়ে রইলাম। (রোদন)

রাজা। (কন্যা কোলে লইয়া) মা তোমার ভয় কি? আমি আছি, তোমার দুই ভ্রাতা আছেন, তোমার এক জননী আছেন। (বড় রাণীর প্রতি) রাজমহিষি! এই তোমার কন্যা সিদ্ধেশ্বরীকে কোলে নেও, আমার সিদ্ধেশ্বরীকে গর্ব্ভস্থ কন্যা জ্ঞান কর। (সিদ্ধেশ্বরীর হস্ত ধারণ করে মহিষীর হস্তে অর্পণ)

কম। সে কি মহারাজ! আপনি থাক্‌তে আমি থাক্‌তে সিদ্ধেশ্বরীর কিসের অভাব?

সিদ্ধে। মা! এখন আমার মা নেই, আমি এখন আপনার কন্যা, আপনি আমার সেই মা।

বিদূ। বাচস্পতি মহাশয়! এখন তো এক প্রকার কার্ত্তিকে ঝড় গেলো। আপনি এই সময় একবার আপনার জামাতাটীর তল্লাস করুন্ নতুবা আর ভাল দেখায় না।

বাচ। দেখ হেমন্তক! আমার জামাতাটীর নাম ইন্দ্রভূষণ, তাহার সহোদরের নামও রামগতি। কিন্তু ইহাদের বাটী পৈরাগে, আমার জামাতার বাটী গুপ্তিপাড়া। বিশেষ তাহারা খুব গৃহস্থ, ইহারা উদাসীন, কিন্তু ইহাদের দেখে আমার সাতিশয় মায়া হয়।

বিদূ। আচ্ছা, ইহাদিগকে কেন একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন না?

বাচ। আমি এই কথা এক দিন সেই দুষ্টা কুলটাকে বলে ছিলাম, সেই কথা শুনে সে একেবারে যেন রাক্ষসীর মত খেতে এলো। সেই পর্য্যন্ত আর কারুকে বলি নাই।

বিদূ। এখন তো অনায়াসে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন?

ইন্দ্রভূষণের প্রবেশ।

বাচ। এই যে ইন্দ্রভূষণ এসেছেন। বাপু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, সত্য করে কি বল্‌বে?

ইন্দ্র। আজ্ঞে! যাহা জানি, তাহা বল্‌বার বাধা কি? অবশ্য বল্‌বো।

বাচ। তোমার নিজবাটী কোথা? আর তোমার পিতারি বা নাম কি? তুমি বিবাহ করেছ কোথা? এই গুলি বলে আমার চিন্তা দূর করো।

ইন্দ্র। আজ্ঞে! আমাদের নিজ বাটী গুপ্তিপাড়া, আমার পিতার নাম রামইন্দ্র, আমার বিবাহ এই দেশেই হইয়াছে।

বাচ। আমি রামগতিকে এই কথা কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, সে তার কিছু বল্‌ত্তে পার্‌লে না, কেবল বলে বাটী পৈরাগে। আচ্ছা এই দেশে কার কন্যা বিবাহ করেছ?

ইন্দ্র। (স্বগত) এই বারে তো (প্রকাশে) সেটা বিশেষ স্মরণ নাই, আর রামগতি তখন নিতান্ত বালক।

বিদূ। তোমাদের এরকম ঘটনা হবার কারণ কি?

ইন্দ্র। আমি শুনেচি আমার পিতার বাটী গুপ্তি পাড়া, আমার অতি শিশু কালে বিবাহ দিয়ে তিনি সপরিবারে তীর্থ দর্শন কর্ত্তে যান, পৈরাগে গিয়া তাঁর কর্ম্ম হয়, ও সেইখানেই থাকেন। কিছু দিন পরে পিতার কাল হইল, আমার জননী আর কি করে সেখানে থাকেন, আমাদের দুই সহোদরকে আর একটী সহোদরাকে লইয়া বাটী আসিতেছিলেন দৈবাৎ নৌকা জলে মগ্ন হয়। আমি তখন নিতান্ত বালক-নই, সাঁতার দিয়া উঠে কোথা যাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, পাগলের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। সেই পর্য্যন্ত তাঁর কাছেই ছিলাম।

বিদূ। এখন তো সব পরিচয় পেলে। আর কি? জামাতাটীর হাত ধরে ঘরে যাও।

রাজা। কি হে বাচস্পতি! ইন্দ্রভূষণ কি আপনার জামাতা হলেন?

বাচ। আর মহারাজ! সকলি আপনার কল্যাণে।

বিদূ। আর আমি বুঝি এতক্ষণ ঘোড়ার ঘাস কাট্‌-ল্যেম?

বাচ। বাবা ইন্দ্রভুষণ! তুমিই আমার কন্যার পাণি-গ্রহণ করেছিলে।

ইন্দ্র। (মস্তক অবনত করে) আজ্ঞে! আমি তাহা জানি।

ধীরে। (গোপন ভাবে) বলি ইন্দ্রভুষণ! আমার সন্ন্যা-সিনীকে কি একা রেখে এলে? তিনি কি এখন রোদন করেন? আমি কেমন করে যে তাঁর কাছে যাব দিবানিশি ভাবছি।

ইন্দ্র। সে কথা আর কত বল্‌ব? তিনি একেবারে শয্যে ধরা, কেবল প্রাণমাত্র আছে, কখন হা পিতা কোথা গেলে? কখন হা নাথ দেখা দেও, এই কথা ভিন্ন আর কিছু কথা নাই। আমাদের যে এত লজ্জা কর্‌তেন, আর সে লজ্জা নাই, আমাকে জেদ্‌ করে এখানে পাঠালেন এই এক খানি পত্র দিয়াছেন ধর। (লিপি প্রদান।)

ধীরে। (হস্ত প্রসারণ করে) কৈ কৈ দেও।

(পত্রপাঠ।)

পরম পবিত্র প্রণয়াধান প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রিয়বরেষু।

প্রাণেশ্বর! প্রাণ যায় দেখা দেও। জীবিতেশ্বর! অদ্যাপি এ হতভাগিনী জীবিত আছে। কেন জীবিত আছে? নাথ তোমার আসিবার আশায়। আমি সন্ন্যাসিনী তুমি রাজ পুত্র, কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী করে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে আমাকে বিবাহ করেছ। আমি তোমার স্ত্রী হয়ে কোথা যাব? হৃদয়েশ! তুমি ভিন্ন এ জগতে আর কেউ নাই। তুমি আমাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারো, কিন্তু আমি চিরদিন তোমাকে হৃদয়ে রেখে ব্রহ্ম উপাসনায় কালযাপন কর্‌বো। কেবল তোমার চরণ আর একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা আছে, এই আমার শেষ নিবেদন।

তোমার অনুগতা দাসী পঙ্কজিনী।

কম। (রাজ পুত্রের প্রতি) বাবা ধীরেন্দ্র! ও কাগজ খানা কি পাঠ কর্‌চো?

ধীরে। (সবিষাদে) না, ওখানা যুদ্ধ বিষয়ক কাগজ।

প্রতিহারির প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজার জয় হক্।

রাজা। কিহে খবর কি?

প্রতি। আজ্ঞে! আপনি একবার রাজসভায় চলুন, ঘটকগণ আপনার প্রতীক্ষা করচে।

রাজা। প্রিয়ে! তবে এখন আসি। তোমরা বিশ্রাম কর, আমরা সকলে রাজ সভায় যাই।

কম। মেয়েটী যেন ভাল করে দেখা হয়। যেমন আমার ধীরেন্দ্র, সেই যুগ্যি যেন কনে হয়। একেবারে দিন স্থির করে তবে ঘটক বিদায় দিও।

রাজা। শুনেচি কন্যাটী পরমাসুন্দরী, এখানে আন্‌তে পাঠান হয়েচে, তবে এখন আসি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

সকলের প্রবেশ।

ঘট। মহারাজার জয় হোক্।

রাজা। কৈ কন্যাটী আনবার কথা ছিল যে?

ঘট। আজ্ঞে! আপনার সভাপণ্ডিতের বাটী রাখা হয়েচে।

রাজা। (বীরেন্দ্রের প্রতি) বাবা বীরেন্দ্র! হেমন্তককে সঙ্গে করে একবার দেখে এস।

বিদূ। মহারাজার পেটিলি করে দেহতে ঘুণ ধরবার

লক্ষণ হয়েচে, এ সময় কেউ এগোয় না, আর খাবার সময় হক্ দিকি, সে সময় যেন কত আত্ম, দশহাজার বার আজ্ঞে আজ্ঞে শোনা যাবে।

খাবার সময় নবার মা।
হলু দেবার সময় জিবে ঘা

রাজা। (হাস্যমুখে) কেন হে বয়স্য! এত কোদাল পাড়া নয়, কাট্ কাটা নয়, এতে এত বিরক্ত কেন?

বিদূ। মহারাজ! এটী বড় কঠিন কর্ম্ম, যার চক্ষের দোষ আছে, তার দ্বারা হবার যো নাই। (বীরেন্দ্রের প্রতি) চলোহে চলো।

বীরে। (সবিনয়ে) আজ্ঞে ধীরেন্দ্র শাস্ত্র মতে সন্ন্যাসিনীর পাণিগ্রহণ করেচে, আমাদের ইচ্ছা যে তাঁহাকেই রাজবধূ করেন। পুনর্ব্বার বিবাহে প্রয়োজন নাই, তাহাতে উভয়েই সুখী হইবে। আর এ বিবাহতে উভয়েই ক্লেশ পাইবে।

রাজা। (ক্রুদ্ধভাবে) আমি সন্ন্যাসিনী ভিখারিণী কাট্‌কুড়ানীকে পুত্রবধূ করে রাজ অন্তঃপুরে স্থান দিতে পার্‌বোনা। তাহাতে আমার কুলক্ষয়, মানক্ষয়। আমি ধীরেন্দ্রকে এক প্রকার কয়েদে রেখেচি, তোমরা শীঘ্র যাও, আমি সত্বর এ কর্ম্ম সমাধা কর্‌বো।

বাচস্পতির বাটী।

বিদূষকের ও বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

বিদূ। এবাটীতে কে আছ গো? আরে মর, কেউ যে কথা কয় না? (উচ্চৈঃস্বরে) দ্বার খোলো।

ইন্দ্র। আজ্ঞে! এই একটু বিশ্রাম করছিলেম, আসুন।

বীরে। একবার কন্যাটী দেখ্‌বো। কোথা ঘটকগণ কোথা?

ঘট। আজ্ঞে এই যে হাজির আছি।

ইন্দ্রভূষণের সঙ্গে রঙ্গিণীর প্রবেশ।

বিদূ। এস মা এস, তুমি আমাদের রাজলক্ষ্মী হইবে, আমাদের প্রতি পালন কর্‌বে।

ঘট। (কন্যার প্রতি) সকলকে প্রণাম কর।

রঙ্গি। (প্রণাম করিয়া) উপবেশন।

বীরে। তোমার নাম কি?

রঙ্গি। আমার নাম নবরঙ্গিণী।

বিদূ। (স্বগত) এত দেখ্‌চি পাহাড়ে মেয়ে, লজ্জা-নাই, সরম নাই, ইনি রাজবাটী গেলে একখানি ভেঙ্গে দশ খানি কর্‌বেন। (প্রকাশে) তোমার পিতার নাম কি?

রঙ্গি। আমার পিতার নাম বীরসেন।

বীরে। আচ্ছা দেখা হয়েচে, এখন চলুন।

বিদূ। এঁকে এখন বাটীর ভিতর নে যাও, আমরা

প্রস্থান করি। (পথে যাইতে যাইতে) বলি মেয়েটী কেমন দেখ্‌লে ?

বীরে। বড় মন্দনয়, তবে খুঁত অনেক আছে।

বারো টাকা মন।

মাজারি রকম।

বিদূ। এই পৈতাধরে বল্‌চি, উনি রাজঘরে গিয়ে রাজ সংসার ওলোট পালট করবেন। আহা মহারাজা যদি সন্ন্যাসিনীকে পুত্রবধূ কর্‌তেন যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাক্‌-রুণ, কি চলন, কি গঠন, কি লাবণ্য, কি হাসি, দাঁত গুলি যেন শত শত নক্ষত্র জ্বল্‌চে। তেমনি লজ্জাশীলা, কেমন মৃদু স্বভাব। আহা বিধাতা যেন এক স্থানে রূপরাশি জড়ো করে রেখেচেন।

বীরে। সেতো আমাদের সকলেরি ইচ্ছা। মহারাজ যে একেবারে খড়্গহস্ত। বড়রাণী পাঁচ সতেরো কিচুই জানেন না, তাঁহাকে বলে এখনি রাজি করিতে পারি, কেবল রাজা আর ঐ খোষামুদে বাচস্পতি কোন মতে স্বীকার নয়।

বিদূ। ধীরেন্দ্র কি বলেন? যে দিন রাজপুত্রকে আস্তে যাই, আহা এখন মনে হলে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়। কন্যাটীর যে কান্না, চখ দিয়ে যেন বর্ষাকাল উপস্থিত হলো।

বীরে। বোধ হয় তার এ বিবাহতে ইচ্ছা নাই, কেবল যেন কি ভাবে। আর মহারাজা যে কড়া কড় করেচেন

বাটীর বার হবার যো নেই, কি করেন চুপ চাপ করে আছেন।

[illegible]য়ের প্রবেশ।

রাজা। এই যে বয়স্য এসেচেন। কেমন দেখে এলে, কন্যাটী ভাল তো?

বিদূ। মহারাজার যে পুত্রবধূ হবে, সেকি কখন মন্দ হতে পারে?

রাজা। সে কি হে আমার পুত্রবধূ হবে বলে কি সুন্দর হতে হবে না কি? তার কি আর দোষ গুণ নাই?

বিদূ। তবে সব দোষ গুণ গুলি একে একে বলে যাই মন দিয়ে শুনুন। এর পর আমাকেই দোষ দেবেন। মেয়েটীর বয়েস এগারো কি বারো, রংটুকু মাজা মাজি, মুখ খানি হাসি পোরা, পা ছুখানি খড়ম, কপাল খানি মাট্, চখ্ ছুটী গোল, ভুরু নাই কিন্তু চটোক আচে, নাকটী চাপা, কথা গুলি পাকা, জ্যাঠার শিরোমণি, নাম নবরঙ্গিণী।

রাজা। তবে আর কুৎসিতের বাকি কি?

বাচ। না মহারাজ! ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ ওজড়, আমি বেস করে দেখেচি।

রাজা। (বীরেন্দ্রের প্রতি) কেমন যে গুলি হেমন্তক বল্যো সব কি সত্য?

বীরে। আজ্ঞে বড় মিছে নয়, আপনার উচিত ছিলো

সেই সন্ন্যাসিনীকেই আপনি রাজবধূ করে ঘরে আনেন। শুনেচি তার সঙ্গে না কি ধীরেন্দ্র মাল্য বদল করেচে।

রাজা। (সকোপে) কি বল্লে? যে দেশে দেশে ভ্রমণ করে এলো, যার পিতা মাতার ঠিক নাই, যার বয়েস বিশ ত্রিশ বচ্ছর, তাহাকে পুত্রবধূ কর্‌তে বলো?

বিদূ। না না মহারাজ! ও সব কথা শুন্‌বেন না। বিবাহ দিন, যে একটা গুরুতর রকম ব্রাহ্মণ ভোজন হক্‌।

রাজা। (সহাস্য মুখে) যে পেটুক সে কেবল খাবার কথাই বলে।

বিদূ। (বাচস্পতির প্রতি) আপনি তবে ভাল দেখে একটা দিন স্থির করুন্‌।

বাচ। এই আগামী শুক্রবার নবমীতে বিবাহর একটা উত্তম দিন আছে, এখন মহারাজার যাহা অভিরুচি হয়।

সভাভঙ্গ।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিধুমুখীর শয়ন ঘর।

ভাবিনীর প্রবেশ।

বিধু। একি মেঘ না চাইতেই জল যে, ভাতার পেলে কি আর দেখা কত্তে নেই? ঐ জন্যে সকল পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর শরণ নিয়েছিলে, মনে জান যে ঐখানেই ভাতার আছে!

ভাবি। মাইরি সই! তোর মাতা খাই, আমি এর কিছুই জানিনে, তবে সেই রাক্ষসী যখন তাড়িয়ে দিলে, তখন মনে হলো আজ যেখানে মন যাবে সেইখানে যাব। এমন সময় আমার দেওর রামগতি নিতে এলো, তাই সেই খানে গেলেম।

বিধু। রামগতি নে যাবে কেন? আমরা শুনেচি তোমার কত্তা আপ্নি নে গেছ্‌লো, আর ভাঁড়াতে হবে না।

ভাবি। তোমাকে কে পার্‌বে বলো, তাই।

বিধু। ভাই সই! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলো দেখি ঠাকুরপো কি যথার্থ সন্ন্যাসিনীকে বিয়ে করেচেন?

ভাবি। অবাক, বিয়ে করেচেন না তো কি? সে সময় দেখে আমি মনে করেছিলেম রাজপুত্র বুঝি সন্ন্যাসী হলো। ছি ভাই! পুরুষ মানুষ এমন কঠিন, এমন নির্দ্দয়, পঙ্কজিনীর মুখ মনে হলে প্রাণ ফেটে যায়।

বিধু। সে কি যথার্থ রূপসী?

ভাবি। তার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। নির্ম্মল শশি-কলা তার বদন ইন্দুর কাছে লজ্জা পায়। এমন সৌন্দর্য্য-শালিনী রমণী কখন দেখোনি।

পঙ্কজিনী সুনয়নী গুণের সাগর।
দিবানিশি ডাকিতেছে কোথা হে ঈশ্বর।

বিধু। আহা তার উপায় কি হবে? সে কেন এমন কর্ম্ম করেছিলো? হায় সে একেবারে অগাধ সমুদ্রে ভাসলো!! ভাই তার নাম পঙ্কজিনী, বেস নামটী।

ভাবি। ভাই তার নাম পঙ্কজিনী, সন্ন্যাসিনী, কাঙ্গা-লিনী, পতির শোকে পাগলিনী।

বিধু। তুমি এসে পর্য্যন্ত আর কি গিছ্‌লে, না ভাতার পেয়ে ভুলে গেছো? আহা তার কাচে কে আছে?

ভাবি। কি করি ভাই! বাবা আর সেখানে যেতে দেন নি। তবে তোমার সয়ার মুখে সব শুনি, তিনি দুবেলা যান, আর ঠাকুর পো সেখানে আচেন। বাবা ঠাকুর পোকেও থাক্‌তে দিতে চান্‌নি। তোমার সয়া বল্লে তবে

আমি সেই খানে থাকি, রামগতি এই খানে থাক্, তাই আর কিছু বল্যেন না।

বিধু। আর কি বলবেন? তাহলে মেয়েও যে ছুটে যাবে। যা হক্ ভাই সে একা কি করে বনের মাজখানে থাকবে? আহা ঠাকুর পো তাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করে বিয়ে করে এখন কি তাঁর এই করা উচিত? তার একুল ওকুল দুকুল গেলো।

ভাবি। তা ভাই রাজপুত্রের বিশেষ দোষ দিতেও পারিনে। উনি এখন এক প্রকার কয়েদে আচেন। দেখ্তে পাওনা যেন দিবানিশি কি ভাব্‌চেন?

বিধু। যার সঙ্গে বিয়ে হবে, এ মেয়েটী কেমন? ঠাকুর পোর যুগ্যি হবে?

ভাবি। এই দেখ্‌তেই পাবে, বড় মন্দ নয়। কিন্তু ভাই এমন লজ্জাহীনা ব্যাপোক মেয়ে কখন দেখিনি। আমাদের বাড়ী যেন মাতায় কর্‌চে, আর ভাই তোমার সয়াকে দেখে যেন কি করে।

বিধু। তাই তোমার বড় লেগেচে।

ভাবি। না ভাই তুমি যদি কারু না বলো, তোমার কাচে একটী কথা বলি।

বিধু। তোমার কোন্ কথাটা বলেচি?

ভাবি। সে মেয়েটা নাকি কোন্ রাজার উপপত্নীর মেয়ে।

বিধু। সে কি লো এ যে সর্ব্বনেশে কথা। (ভাবিনীর প্রতি) সই! চুপ্ কর, কার পার শব্দ শুন্‌চি।

কমলার প্রবেশ।

কম। ওগো ভাবিনি! তোরা বাছা বসে বসে কি কর্‌চিস? একবার বাটী যাও, মেয়েটীকে বেস করে সাজিয়ে গুজিয়ে দেও গিয়ে, আজ আমার বড় আহ্লাদের দিন।

ভাবি। (স্বগত) কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষমাস। (প্রকাশে) এই যে যাই।

লবঙ্গর প্রবেশ।

লব। (করযোড়ে বিনয় পূর্ব্বক) রাজমহিষি! আপনাকে মহারাজ ডাক্‌চেন, একটু শীগ্‌গির চলুন।

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

কম। ওগো তোমাদের আজ গপ্যের সময় নয়, সকলে ওঠো। (সিদ্ধেশ্বরীর প্রতি) সিদু! তুমি গিয়ে সব বিয়ের কর্ম্ম করো।

ভাবি। আপনি যান, আমরা যাচ্চি।

কমলার প্রস্থান।

সিদ্ধে। তোমরা সকলে চলো, মা যে ডেকে গেলেন। কিন্তু ভাই 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়সির ঘুম নেই।'

লব। দিদি বাবু একথা বল্‌চেন ক্যোনে?

সিদ্ধে। মর মাগী যেন ন্যেকা, কিচুই জানিসনে, চুপ-করে থাক্।

ভাবি। কেন সিদ্ধু কি হয়েচে?

সিদ্ধে। রাজপুত্র যে একটী নির্জ্জন ঘরে বসে কাঁদ্-চেন। কেউ সে কান্না থামাতে পাচ্চে না।

বিধু। ওলো সই! বোধ হয় রাজপুত্রের এত দিনে সেই চির সন্ন্যাসিনীকে মনে পড়েচে।

ভাবি। আর ওঁর কাঁদ্দে হবে না, উনি নাই গেলেন ভাই বিয়ে কল্লেন কেন? যদি রাজপুত্র না বিয়ে কর্ত্তেন, মহারাজ ও রাজমহিষী কি কর্‌তেন? আহা সে যে কোথা যাবে কি কর্‌বে তাই ভেবে আমি যেন কি হয়েচি। যখন ভাই দুটীতে বসে গপ্য কর্‌তো, হাস্‌তো, আমি দেখে মনে কর্‌তেম এরাই প্রণয় কি বস্তু যথার্থ জানে।

সিদ্ধে। ভাই ভাবিনি! তোমার ও সব কথা শুন্‌লে্যা মা কত রাগ কর্‌বেন, তোমাদের পাঁচ সতেরো কথাতে কাজ্ কি?

লব। আমি যাই, বলিগে মহারাজ রাজ মহিষী আমার ধীরেকে হাত ধরে ডেকে আনুন।

রাজা ও রাণী উপবিষ্ট।

লবঙ্গর প্রবেশ—একপাশে দণ্ডায়মান।

রাজা। (সপুলকে) মহিষি! আজ আমাদের কি

আহ্লাদের দিনই উপস্থিত হয়েচে, আজকের আনন্দ আর আমার দেহে ধর্‌চে না।

কম। তা সত্যি বটে, পৃথিবীতে যে পর্য্যন্ত সুখ হবার সম্ভব আজ তার আর কিচুর অপেক্ষা থাক্‌লো না। আজ আমার আশার এক প্রকার চূড়ান্ত হলো।

লব। রাজমহিষি! আপনাকে একটা কথা নিবেদন কত্তে এসে দাড়িয়ে আচি, এই আমার ধীরেন্দ্র নাকি আপ-নার নির্জ্জন ঘরে বসে রোদন কচ্চেন।

কম। (সসম্ভ্রমে) মহারাজ তবে আপনি যান ধীরে-ন্দ্রের হাত ধরে এই খানে নিয়ে আসুন, আর কারু কথা সে শুন্‌বে না, ভারি এক গুঁয়ে যা ধরে তাই।

রাজা। সে কি, একথা কে বল্যে? জগদীশ্বর আমাকে কি কোন মতে নিশ্চিন্ত হতে দেবেন না? এক রকম ভাবি আর এক রকম হয়। হা বিধাতা এত দুঃখ আমার কপালে লিখেচো!!

কম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মহারাজ সকলি আমার কপালের দোষ, তা চলুন একবার দুই জনে গিয়ে বুঝাই।

ধীরে। হা প্রিয়ে! তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিলো, আমি তোমার স্বামী হয়ে পাথারে ভাসাইলাম। তোমার কি হবে? আমি রাজপুত্র, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে কোথা যাবে? তুমি কেন এমন নরাধমের গলায় বরমাল্য দিয়ে

ছিলে? আহা যদি একজন সামান্য লোকের সঙ্গে তোমার পরিণয় হতো, তোমাকে সে মাথার মণি হৃদয়ের ধন করে চিরদিন চরণ সেবা কর্‌তো। এমন হতভাগা আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করে বৃথা সুখে কাল যাপন কর্‌চি! প্রাণ! তুমি দেহ পরিত্যাগ করো, নতুবা বল পূর্ব্বক বাহির কর্‌বো! আহা প্রিয়ে! তুমি রমণীরত্ন তোমাকে চিন্তে পার্‌ল্যেম না। (রোদন)

রাজাও রাণীর প্রবেশ।

রাজা। একি এখানে একা বসে কি কচ্চো? চলো রাজ সভায় যাই, বীরেন্দ্র তোমাকে ডাক্‌চে।

ধীরে। মহারাজ! আমাকে ছেড়ে দিন, এক বার ব্রহ্ম-চারীর উদ্যানে যেতে অনুমতি করুন্, আমার সেখানে কিচু প্রয়োজন আচে।

রাজা। (ক্রোধভাবে) আমি তোমার বিবাহ না দিয়ে কোথাও যেতে দেব না।

(রাজার প্রস্থান।

কম। বাবা ধীরেন্দ্র! এস বাবা! অমন করে আজ বসে থাক্‌তে নেই। আজ তোমার গায় হলুদ দেব, ছি! আজ কি মুখ বিরস কত্তে আছে?

ভাবিনী ও বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। এখানে আপনি কি কচ্চেন? যামিনীর রজনী

সকলে এসেচে, বিদ্দির যো কত্তে হবে, আপনি দেরি কর্‌বেন না।

কম। আর বাছা! ধীরেন্দ্র আমাকে কোন মতে সুখী হতে দেবে না। আজ আমার কত আহ্লাদের দিন তা আজ এখানে বসে কিনা রোদন কচ্চে! কোথা বিয়ে হবে, পাঁচ জনে আহ্লাদ আমোদ কর্‌বে, না সেই একটা বিধবা কি সধবা রাক্ষসী এসে আমার সোনার বাছাকে যেন কালী করে দিয়েচে। শুন্তে পাই তার বয়স তিরিশ চল্লিশ। ওমা আমার বাছা এই ষেটের কোলে পঁচিশে পা দিয়েচে যে। (বিধুমুখীর প্রতি) মা তুমি ওকে আনো। আমি অন্য কর্ম্ম দেখি গিয়ে।

(কমলার প্রস্থান।)

বিধু। ছি ঠাকুরপো! অমন কর্ত্তে নেই। মহারাজ রাজমহিষী যাতে ক্লেশ পান, এমন কর্ম্ম কেন কর্‌বে? চলো তোমাকে বর সাজিয়ে রাণীকে দেখাই গিয়ে।

যামিনী ও রজনীর প্রবেশ।

যামি। এই যে ভাবিনীও এখানে! ও মা একটা অন্ধকার ঘরে বসে তোরা সব কি কচ্চিস? ঠাকুরপোর বাসর এই খানেই যে দেখ্‌চি।

রজ। ভাই বিধু, ভাবিনীর যেন ভাতারের বিয়ে হচ্চে, ও ভাই অত মুখ ভার করে এক পাশে দাঁড়িয়ে কেন?

বিধু। সই তো সন্ন্যাসিনীর চরণ ধরে ভাতার পেলে এখন তার জন্য একটু দুঃখ করবে না ?

যামি। মিছে নয় ভাই তার জন্যে ভাবিনীর তো দুঃখ হবেই। আমি এক দিন শুনল্যেম সেই সন্ন্যাসিনী নাকি কেবল হা জগদীশ্বর! হা পিতা! হা মাতা! হা পিতা ব্রহ্মচারী! এই বলে ধূলায় গড়া গড়ি দিচ্চে। আমার ভাই শুনে চখ ফেটে জল পড়্লো।

রঙ্গ। নে ভাই, এখন তোরা আর তার কথা তুলিস নে, একেতো বলে ঠাকুরপোর মনে কত সুখ।

বিধু। চলো, সকল গুলি এখানে থাকলে রাজমহিষী বিরক্ত হবেন।

ভাবি। আমি ভাই তোমাদের কথা শুনে অবাক হয়েচি, চুপ করে আছি বলে যার যা মনে গেলো সেই তা বলে নিলে।

বিধু। ওলো সই! এখন ঝকড়া কোঁদল ধামা ঢাকা দিয়ে রাখ, আগে নূতন বউ আসুক্, তারে নেলিয়ে দেব।

ভাবি। কেন সে কুকুর না কি ?

সিদ্ধে। তবে তোমরা কথা কাটাকাটি কর।

যামি। (রাজপুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া) এস তো ভাই! ওরা না আসে নেই নেই।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজগৃহ—মঙ্গল ঘর।

আসিলা বর কনে।

সকলের প্রবেশ।

যামি। কেন এই যে বেস বউ হয়েচে, যেমন বড় মার মন তেমন বউ পেয়েচেন।

রজ। (স্বগত) এ মেয়ে যে এখনি যেন কোমর বাঁদচে, সুন্দর তো খুব, তবে চলন সই। (প্রকাশে) ওগো বড় মা! একবার জন্ম সার্থক করো, বউ ব্যেটা কোলে নেও, এত দিনে আপনার মনের সাদ মিট্‌লো।

কম। (হাস্যমুখে) মাগো! তোমরা সকলে আশার্ব্বাদ করো যেন দুই জনে মনের সুখে থাকেন, এই আমার কামনা।

ভাবি। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! নাথ! কার ধন কারে দেও। আহা সন্ন্যাসিনী এখন কার হলো? তার সেই চন্দ্র মুখ কেমন করে আবার মলিন দেখ্‌বো? (প্রকাশে) এখন একবার দেখি, কেন গড়ন পেটন মন্দ নয়, বউ যে হেসে হেসে খুন হলো। কেমন ভাই চিন্তে পারো?

বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

বীরে। ইস্ একে বারে মেচো বাজার যে ?

বিধু। বেস বলে চো, এখন একটী হুঁকা হাতে দিয়ে মোড়া পেতে ভাদ্র বউ গুলিকে বসাও।

বীরে। কেন তুমি বাদ যাবে না কি ?

ভাবি। সই যে বাড়ীওলা।

বিধু। তুমি কি তামাক সাজ্‌বে ?

ভাবি। সই যা বলো তাই সই।

বীরে। এখন আমি দুটো মনের কথা কই। (বিধুমুখীর প্রতি) কেমন বউ মা হয়েচেন, দেখেচো তোমার অপেক্ষা সুন্দরী; এখন ভাল করে দেখো।

বিধু। না হয় ভাদ্র বউকে এক একবার নিও, সে জন্যে এত খেদ কেন ?

ভাবি। তুমি দিতে পার্‌বে ?

বিধু। পুরুষ মানুষ কি দেবার অপেক্ষা করে ?

ভাবি। তা মিছে নয়, একথা সত্যি।

বীরে। নুতন কাৰু পেয়েচো না কি ?

ভাবি। পেয়েচি।

বিধু। আমার সই যে নতুন কাগে গু খেতে শিখেচে।

ভাবি। বড় যে এখন ভাতারের দিক্ হলে ?

বিধু। কখন নেই ? দিন রাত আচি।

বীরে। মহিষের সিং বাঁকা, যোঝ্‌বার সময় একা।

ভাবি। জন্ম জন্ম থাকো; আমার সইকে সোনার চখে দেখো।

বীরে। ওকি সই! তুমি যে গালাগাল দিলে, আমি যে বিধুমুখীকে হীরের চখে দেখি।

ভাবি। এখন ভাই তোমরা দেখা দেখি করো, আমি একবার বাড়ী যাই।

বীরে। না সই! তুমি বসো, আমি যাই।

(বীরেন্দ্রের প্রস্থান।)

যামি। এখন যে বাড়ীতে বড় টান, জগন্নাথের ডুরি পড়েচে না কি?

রজ। আচ্ছা আগেতো বড় ঠাকুরের সুমুখে ভাবিনী বেরুতো না, এখন যে মুখে ধান দিলে খই হয়।

বিধু। আগে সই মনের দুঃখে কাল যাপন করেচেন। এখন মনের ফুর্ত্তীতে ও সব হয়, আমার সইয়ের কোন দোষ নেই।

ভাবি। না ভাই! আমাকে তোমরা সকলে পাগোল কল্যে যে। (রাগত ভাবে) তোমরা সব বসো, আমি যাই।

বিধু। ওকি সই! আজ আমাদের শুভ দিন, তোমাকে যে গহনা গুলি দেব বলেচি, রোসো পরিয়ে দিই।

ভাবি। সই! আমি বলি ভুলে গেছ, এই যে মনে আছে?

বিধু। (স্বহস্তে আভরণ পরান) এখন কেমন দেখাচ্চে ? ভাই সই, চলো একবার তোমার সয়ার বাঁদিকে বসাই।

ভাবি। আমরণ ! আ কি কথার শ্রীদেখ, তুমি গিয়ে সয়ার কাচে বসো, আমি এখন যাই।

(ভাবিনীর প্রস্থান।)

নেপথ্যে।

সবার হইল ভাল, কাটিলো দুঃখের কাল,
আনন্দিত পুরবাসিগণ।
সন্ন্যাসিনী পাগলিনী, হয়ে আছে অনাথিনী,
দিবানিশি করিছে রোদন।
সদত জীবন জ্বলে, ভাসে নয়নের জলে,
ডাকিতেছে কোথা দয়াময়।
দীননাথ দীন হীনে, রাখ রাখ শ্রীচরণে,
অধীনীরে হইয়ে সদয়।

বাচস্পতির বাটী।

ভাবিনীর প্রবেশ।

ইন্দ্র। (সপুলকে) একি আজ এত অলঙ্কার পেলে কোথা ? রাজ বাড়ীতে কারু সঙ্গে আলাপ আছে না কি ?

ভাবি। তুমি এত দিন বিদেশে ছিলে, কাজে কাজেই পরের সঙ্গে আলাপ করেচি।

ইন্দ্র। তার কি মানসিক ছিলো যে ভাতার এলে গহনা দেবে?

নারীর চরিত্র ভাই বুঝে ওঠা ভার।
পরপুরুষ পায় যেবা না চাহে ভাতার॥

ভাবি। একে বারে যেন দাস্থরায় আসরে নাব্‌লেন যে।

মায়াদয়া হীন যত পুরুষের মন।
পুরুষের জন্যে নারী হারায় জীবন।

ইন্দ্র। এবারে কি সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী না ব্রজরায়?

ভাবি। দাস্থরায়ের কাচে কোন রায় খাটেনা।

ইন্দ্র। সে পুরাতন হয়েচে, এযে নূতন।

ভাবি। তোমরা যেমন নতুন বোঝ, আমরা তা বুঝিনে।

ইন্দ্র। বোঝনা আবার কেমন করে? এই নূতন লোকে এত গহনা দিয়েচে।

ভাবি। ওতো নতুন নয় ও যেঁ অনেক দিনের সই।

ইন্দ্র। সই দিয়েচে কি সয়া দিয়েচে কেমন করে জান্‌বো?

ভাবি। আহা কিচুই জানেন না! যেন ভাজা মাচ উল্‌টে খেতে জানেন না।

ইন্দ্র। আমি ভাই তোমার সঙ্গে পারবো না, তুমি এখন বসো, আমি একবার সন্ন্যাসিনীকে দেখে আসি।

ভাবি। কেন কোন দরকার আচে নাকি?

ইন্দ্র। ধীরেন্দ্ররাজ একখানি পত্র দিয়েছেন, সেই খানি তাঁরে দেব।

ভাবি। যদি তুমি যাবে, তা হলে আমি একবার যাই।

ইন্দ্র। তবে তুমিই পত্র খানি নিয়ে যাও।

ভাবি। আচ্ছা, বাবা যদি কিছু বলেন?

ইন্দ্র। আমি যখন যেতে বল্‌চি তখন ভয় নাই।

ভাবি। তবে দুই জনে গেলেইত হয়, তা হলে আর কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌বে না।

রামগতির প্রবেশ।

ইন্দ্র। রাম গতি তুমি তাঁরে কার কাছে ফেলে এলে? তিনি একাকিনী কার কাচে আচেন?

রাম। আজ্ঞে তাঁর আর বাঁচিবার আকার নাই? সেই কথা আপনাকে নিবেদন কর্‌তে এলেম।

ভাবি। হায় হায়! এমন অশুভক্ষণে এখানে এসে ছিলেন, এখানে এসে তাঁর সব গেলো অব শেষে জীবন নিয়ে টানা টানি।

ধিক ধিক পুরুষের কব কত গুণ।
মনে হলে মনানলে জ্বলে যে আগুন॥
প্রথম মিলন কালে কত সুখোদয়।
দেখা হলে পরে আর কথা নাহি কয়॥
জীবন যৌবন ধন দিয়ে বিসর্জ্জন।
অনাথিনী সন্ন্যাসিনী করিবে ভ্রমণ॥

(রামগতির প্রস্থান।)

ইন্দ্র। হায়! এখন পিতার দেখা পেতাম, তিনি পঙ্ক-জিনীকে সুখী করে গেচেন, একবার এসে দেখুন তাঁর পালিত কন্যার দশা কি হলো।

যামিনীর প্রবেশ।

যামি। কিলো ভাবিনি! কি হচ্চে? আজ ভাই প্রাণ বড় কেমন কর্‌তে লাগ্‌লো। তা বলি একবার ভাবিনীর কাছে যাই, তবু মন একটু স্থির হবে।

ভাবি। কে ভাই! তোরা তো একবার কেউ আসিস্‌নে, আমি মরি কিন্তু তোদের জন্যে, রজনী কি কচ্চে? সে আছে ভালো?

যামি। সে ভালো থাকবে না তো কি আমি ভালো থাক্‌বো? আজ কাল তারি পসার, বড় সে ভাতারের।

ভাবি। (স্বগত) এই দুই সতীনে গলাগলি ভাব, একেবারে চটেচে "সতীনের ভাতার চখের ছানি, যার কাচে যায় তার তখনি।" মুখে আগুণ সতীনের ভাতা-রের। (প্রকাশে) ও ভাই! আমাদের ওঁর সঙ্গে সেই কথাই এতক্ষণ হচ্ছিলো। বলি রাজপুত্রই হক্ আর ব্রহ্মজ্ঞানীই হক্ আর ধর্ম্মজ্ঞানীই হক্ আর বিদ্যা বুদ্ধিতে মহাপুরুষই হক্, ভাই পুরুষ মানুষের যথার্থ পাষাণ প্রাণ।

ইন্দ্র। এই নেও পত্রখানি নিয়ে একবার সেখানে যেও, আমি এখন রাজবাটী যাই।

যামি। কেন পুরুষের নিন্দে শুনে রাগ হলো নাকি?

ইন্দ্র। নিন্দের কর্ম্ম কল্যেই নিন্দে হয়। তা পুরুষ আর স্ত্রী কি? যে নিন্দের কর্ম্ম কর্‌বে তারি হবে। হাতি হাঁদোলে পড়্‌লে চামচিকেতে লাথি মারে।

ভাবি। তা তুমি এখন যাও আমরা হয় তো দুই জনেই যাব এখন।

(ইন্দ্রভূষণের প্রস্থান)

যামি। বলি ভাবিনি! ওখানি কার পত্র?

ভাবি। কি জানি ভাই! রাজপুত্র নাকি সন্ন্যাসিনীকে দিয়েচেন।

যামি। কেন তাঁর আবার পত্র দেওয়া কেন? ছি ভাই! রাজপুত্রের নিন্দে সকলেই কর্‌চে। ছোট লোক যারা, তারাও বল্‌চে এমন কাজ মানুষে করে না।

ভাবি। তা আবার একবার করে? এই উনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েচেন! যে সত্যি করে সত্যি রাখ্‌তে পাল্লে না, সে আবার ব্রহ্মজ্ঞানী, মাথা জ্ঞানী।

যামি। সত্যি কিলো, আমরা শুনেচি, রাজ পুত্র নাকি তারে যথার্থ বিয়ে করেচেন? মা! এমন কথাতো কখন শুনিনি। ভাই! যে ধর্ম্ম সাক্ষী করে মালা বদল কল্যে, তারে ত্যাগ করে সংসারী হলো কোথাকার একটা উঁচ্‌ কপালী চিরণদাঁতী মেয়ে নিয়ে। সেটা নাকি আবার কোন্‌ রাজার বেশ্যার কন্যা, একথা ভাই যার তার মুখে শুনচি।

ভাবি। ভাই যামিনি! ধনের লোভ বড় লোভ। যদি রাজপুত্র সন্ন্যাসিনীকে নিতেন, তা হলে মহারাজার বিষ নয়নে পড়তেন, উনি কি আর কিছু পেতেন? মহারাজ সব বীরেন্দ্রকে দিতেন।

যামি। পোড়া কপাল! ধনের জন্য এক জনকে গোপনে বিয়ে করে তারে একেবারে জলে ডুবিয়ে আর এক জনকে নিয়ে সুখী হওয়া একি মানুষের কর্ম্ম? ঠিক যেন শ্যাল কুকুরে মত। যাই রাজার বাড়ীর কথা, তাই কোন কথা নেই।

ভাবি। এখন চলো, একবার দেখে আসি। আমায় দেখে যখন সে রোদন কর্‌বে, তাকে যে কি বলে বোঝাবো তাই ভাবচি?

যামি। আমাদের ভাব্‌না মিছে। যার ভাবা উচিত সে যখন ভাব্‌লে না, তখন তোমার আমার ভেবে তো তার কোন উপায় হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মচারীর উদ্যান—গাছের তলা।

ভাবিনী ও যামিনীর প্রবেশ।

গোপন ভাবে দণ্ডায়মান।

গীত।

বাসনা বাগানে আমার আশা তরু হয়েছিলো। সপত্নী সন্তাপে এখন সমূলে তা শুখাইলো। বৃক্ষটী বহু যতনে, রেখেছিলাম প্রাণপণে, দুঃখ কীট গিয়ে উদ্যানে, সুখ পাতা বিনাশিলো। সান্ত্বনা সন্তোষ জীবন, চালিতাম তায় রাত্র দিনো, কেজানে হবে এমন, আমার ইচ্ছা শাখা ভেঙ্গে গেলো।

যামি। আ মরি মরি! এমন স্বর মানুষের না কোন্ বিদ্যাধরী গাচ্চে। (ভাবিনীর প্রতি) ভাই এস আর একটু দাঁড়াই, যদি আর একটী খেদের গান শুন্তে পাই।

ভাবি। তুমি চিরকাল গান শুন্তে ভাল বাস।

যামি। এমন গান শুন্‌বো না?

গীত।

কে করিলো চুরি আমার হৃদয়ের মণি। নিশি যোগে নিদ্রাবশে ছিলো দুঃখিনী। মণির লোভে লোভী হয়ে, বিষধর ধরি গিয়ে, দংশনেরো ভয় মনে কভু করিনি। কত গুণে সেই গুণী, না জানি সে কেমন ধনী, জ্ঞান হয় হবে ডাকিনী নয় পিশাচিনী। বহু পরিশ্রম করে, মণি পেয়ে ছিলেম করে, তিলেকেতে নিলে হরে কোন্ ভুজঙ্গিনী।

ভাবিনী ও যামিনী সন্ন্যাসিনী
সম্মুখে উপস্থিত।

সন্ন্যা। এসো সখি! ভাল আছ তোমার সঙ্গে ও স্ত্রী লোকটী কে?

ভাবি। রাজপুত্রের পিস্‌তোতো ভাজ, ওঁর নাম যামিনী, উনি তোমাকে দেখ্‌তে এসেচেন, বোধ হয় আমার মুখে ওঁর কথা শুনে থাক্‌বে।

সন্ন্যা। আমি ওঁর স্বামিকে কত বার দেখেচি। (যামিনীর প্রতি) ভগিনি! এই হতভাগিনীকে দেখ্‌তে এসেচো, আমার আসন এই মৃত্তিকা, এই খানেই বসো।

যামি। তুমি একাকিনী এই গাচের তলায় বসে কি কচ্চো?

সন্ন্যা। আমি সন্ন্যাসিনী, দোকা কোথা পাবো?

জগদীশ্বর আমাকে যে এত ক্লেশ দেবেন তা স্বপনে জানিনে। দিদি! আমি রাজার কন্যা, রাজপুত্র বিয়ে করেচেন, কিন্তু আমার তুল্য চিরদুঃখিনী এ জগতে আর দ্বিতীয় নেই। (রোদন)

ভাবি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) কি করিবে সকলি আপনার কপাল।

যামি। আহা এমন রূপ তো কখন দেখিনি যেন কোন দেবকন্যা। ছিছি! রাজ পুত্র কি অধর্ম্মই না করেচেন!

সন্ন্যা। (নম্রভাবে) দিদি! রাজপুত্র তো ভাল আচেন? আমি তাঁর কুশল সমাচার পাবার জন্যে এখন এখানে আচি। তাঁর কোন দোষ নাই, তাঁর গুণ তাঁর প্রণয় তাঁর ভালবাসা আমি কখন এজীবনে বিস্মৃত হইতে পারবো না। তাঁর নিন্দা শুনিলে আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হয়। হা নাথ! তুমি কোথা? (মূর্চ্ছা।)

ভাবি। হা নিষ্ঠুর পুরুষ জাতি! তোমাদের মনে কি ধর্ম্ম ভয় নাই, অনায়াসে স্ত্রীহত্যা করো। হায়! বিধাতাকেও ধিক্, যে এমন রমণী রত্ন সৃজন করে তার কপালে এত দুঃখ লিখলেন! (মুখে জলসেচন)

মূর্চ্ছাভঙ্গ।

সন্ন্যা। আ! আমি এখন কোথায়? ভাবিনি! আর তোমাকে সখী সম্বোধন করবো না। আমি বড় মন্দ

ভাগিনী, আমি এখন চিরসন্ন্যাসিনী। ভাবিনি! রাজপুত্র বিবাহ করেচেন তাতে দুঃখ নেই, আমাকে পবিত্যাগ করেচেন তাতে ক্লেশ নেই, তিনি এত গাঢ় প্রণয় বিস্মৃত হলেন তাতে কষ্ট নেই, কেবল তিনি যে কখন সুখী হইতে পারবেন না সেই চিন্তা দিবানিশি হয়। যখন তিনি শত শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হয়েন আর সেই সময় যদি একবার এই পাপিনীকে মনে পড়ে. আমি বলতেছি তখনি তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দেবেন। (রোদন)

ভাবি। ছি কেঁদে২ যে প্রাণটা হারাবে! তোমাকে জগদীশ্বর অবশ্যই ভাল করবেন। আর তুমি আমাকে সখী না বলো, আমি যত দিন জীবিত থাক্‌বো, তোমাকে সখী ভিন্ন আর কিছুই বলবনা। তোমাকে রাজপুত্র একটা জিনিস দিয়েচেন, এই ধরো। (লিপি বাহির করিয়া সন্ন্যাসিনীর হস্তে প্রদান।)

সন্ন্যা। সখি ভাবিনি! আজো আমাকে রাজপুত্রের মনে আচে? (পত্র পাঠ) সখি! আর যে পাঠ করিতে পারিনে। (পত্র খানি লইয়া একবার মস্তকে, একবার হৃদয়ে, একবার বদনে) কৈ সখি! প্রাণ যে শীতল হলো না, আরো যেন দাবানলের মত জ্বলে উঠলো?

যামি। আহা এমন পতিপ্রাণা কামিনীকে যে ঈশ্বর এত ক্লেশ দেবেন, এ কখনই সম্ভব নয়, অবশ্যই ভাল হবে।

সন্ন্যা। দিদি ঈশ্বর আমাকে সন্ন্যাসিনীর বেশ দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, এ হতভাগিনী চিরদুঃখিনীর তা ভাল লাগ্‌লো না। একেবারে রাজরাণী হবার মানস করে অকূল পাথারে ভাস্‌লেম।

ভাবি। পত্র খানি পাঠ করোনা, আমাদের কাচে পাঠ কর্‌তে তোমার লজ্জা নাই।

সন্ন্যা। ভাই আমি সন্ন্যাসিনী, আমার আর লজ্জা ভয় কি?

(পত্র পাঠ।)

"প্রাণেশ্বরি! প্রাণাধিকে।"

জীবিতেশ্বরি বিধুমুখি? তোমাকে কি লিখিব মনে কিছু আসে না। মন প্রাণ সব তোমার কাছে, আমি কেবল শূন্য দেহে কাল যাপন করিতেছি। আমি বিবাহ করেছি, তাহাতে তোমার দুঃখ ক্লেশ ও কষ্ট হয়েচে, কিন্তু আমি তোমার গুণ মনে করে জীবিত আছি। তোমার রূপ দিবা নিশি ধ্যান করিতেছি। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করি নাই, পরাধীনতা তার ঘটক নতুবা এ জীবনে কখনই হইত না। এখন আর কি বলে তোমার সঙ্গে দেখা করিব? বোধ করি আমার মুখ আর তুমি দেখ্‌বে না। আমাকে স্পর্শ করিবে না, আমি অতি পাপিষ্ঠ আমি চিরদিন তোমাকে হৃদয়ে পূজা করিব। আমার প্রাণ

প্রতিমা, আমার জীবন ধন! একবার দেখা দেও। তোমার অনুগত দাস প্রাণে বিনষ্ট হয়।

তোমার চিরদাস শ্রীধীরেন্দ্ররাজ।*

সন্ন্যা। (পত্র পাঠান্তে রোদন) দিদি! আমি কি আর আর্য্যপুত্রকে এ জন্মে দেখ্‌তে পাব না? দিদি! তোমরা এক বার আমার কাচে এস, আমার প্রাণ যে আজ কেমন কর্‌চে। ভাবিনি! রাজপুত্র যাকে বিয়ে করেচেন তাকে যেন যত্ন করেন। তার উপর যেন বিরক্ত না হন্, আমি আর অধিক দিন থাক্‌বো না। আমি এখানে থাক্‌লে হয় তো প্রাণেশ্বর তাহাকে যত্ন করবেন না। তাহাকে বলো আর তার কণ্টক কেউ নেই। আমার জীবন ধন তাহাকে দিয়ে আমি এ দেহ ত্বরায় বিসর্জ্জন দেব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

যামি। না ভাই। আর এখানে থাক্‌বো না, প্রাণ ফেটে যায়, হৃদয় পুড়ে যায়, এখন আমি যাই। (ভাবিনীর প্রতি) তুই ভাই একটু থাক্, আমি বলে আসিনি দিদি কত খুঁজে বেড়াবেন।

ভাবি। যদি তোমার দিদি কি স্বামী বিরক্ত হন, তবে না হয় যাও। ভাই যামিনি! একটী কর্ম্ম করিস ভাই, তোর ভাই স্বামীকে বলে যদি কোন রকমে একবার রাজপুত্রকে এখানে পাঠাতে পারিস।

যামি। ভাই আমি তো স্বচক্ষে দেখে গেলেম, আমাকে

বলতে হবে কেন? আমি প্রাণপণে চেষ্টা দেখবো সে জন্যে তোমার চিন্তা নেই।

সন্ন্যা। ছিছি সখি! তুমি কি পাগোল হয়েচো, রাজ পুত্রকে অনুরোধ করে পাঠাবে? প্রথমে কে অনুরোধ করেছিল? তিনি না আসুন আমি তাঁর চরণ ছাড়া এক তিল নই।

যামি। আর দেরি কর বনা (সন্ন্যাসিনীর হাত ধরে) দিদি! তবে আসি কিছু মনে করোনা, দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, তা একেবারে এমন দেখতে হবে তা জানিনে।

(যামিনীর প্রস্থান।)

সন্ন্যা। ইনি বেস লোক, ওঁর সতীন কেমন? তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে।

ভাবি। আমি তাঁকে একদিন আন্‌বো। ইনি কিছু আমুদে, তিনি বেস ঠাণ্ডা।

সন্ন্যা। ওঁর স্বামী কাকে ভাল বাসেন?

ভাবি। দুই জনকে সমান।

ইন্দ্রভূষণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ভগিনি! তোমার অসুস্থতার কথা শুনে দেখ্‌তে এলেম, এখন কেমন আচো?

সন্ন্যা। আর আমার ভাল মন্দ কি? যখন পিতা আমাকে পরিত্যাগ করে গেছেন, তখন আমার বাঁচা

মিথ্যা। এখন আমাকে এস্থান থেকে বনে রেখে এস, আমি আর এখানে থাক্‌ব না।

ইন্দ্র। (ভাবিনীর প্রতি) তুমি এখন বাড়ী যাও, বাচস্পতি মহাশয় এসেচেন।

ভাবি। তুমি কখন যাবে?

ইন্দ্র। সময় হলে।

ভাবি। আমি কি একা যাব?

ইন্দ্র। ভয় কি? যাও।

ভাবি। সখি! আজ আসি আবার আসবো।

(ভাবিনীর প্রস্থান।)

সন্ন্যা। ভাই ইন্দ্র, তুমিও কি আমার কপালে কঠিন হলে? তোমারো কি একবার দেখ্‌তে নেই? আ এত দুঃখ কপালে ছিলো!

ইন্দ্র। ভগিনি! আর তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা নাই। তোমাকে যে এখন কোথায় রাখি তাই ভাবচি। আজ আমি আসি, কাল্ এসে যা হয় কর্‌বো, দেখি রাজপুত্র কি বলেন?

সন্ন্যা। আবার তাঁর অনুমতি কেন?

ইন্দ্র। তিনি যে তোমাকে বিবাহ করেচেন, এখন সব ভার তাঁর।

সন্ন্যা। কিসের ভার? (রোদন)

ইন্দ্র। রাজপুত্র কাল এখানে আস্‌বেন। আজিই

আসিঁতেন, কেবল আজ নাকি নিধু খালাষ হয়ে বাড়ী এলো, এজন্য কিছু ব্যস্ত আচেন। আমি তাঁর সঙ্গে কাল আস্‌বো। এই রামগতি রইলো, যখন দরকার হবে তখনি আস্‌বো, তুমি আর কোন চিন্তা করোনা। এখন আসি।

(প্রস্থান।)

নেপথ্যে। এ উদ্যানে কে আছে গো? কেউ যে উত্তর দেয় না। (পুনর্ব্বার) দোর খোলা গো (দ্বারে চপেচাঘাত) তবে এ উদ্যান নয় বুঝি, আমাকে পাগোলের মত দেখে লোকে বলে দিলে। (পুনর্ব্বার) এ উদ্যান কার গো?

সন্ন্যা। রামগতি! যেন বামাস্বরে কে ডাক্‌চে দেখ দেখি। (স্বগত) আমার হৃদয়েশ কাল আস্‌বেন বলেচেন, তবে এ অন্ধকার রাত্রিতে কে? (প্রকাশে) কে গা?

উভয়ের প্রবেশ।

নেপথ্যে। সন্ন্যাসিনি! আমি অতিথি।

সন্ন্যা। এসো, আজ আমার পরম সৌভাগ্য।

রাম। ভগিনি! একটী আপনার তুল্যাকৃতি সন্ন্যাসিনী এসেচেন। ইহাকে যত্ন করে আশ্রয় দেও, ইনি নিরাশ্রয় হয়ে এখানে এসেচেন।

সন্ন্যা। (আসন প্রদান) আপনি এই আসনে উপবেশন করুন, বোধ হয় আপনি পথ শ্রমে কাতর হয়েচেন, বিশ্রাম করুন।

দ্বিতীয় সন্ন্যা। আমি শুনিলাম এইটী সত্য আশ্রম। তাহাতেই এখানে আসিলাম। আজ অমাবস্যা অন্ধকার নিশিতে কোথা যাই, এজন্যে এই আশ্রমে অদ্য নিশি যাপন করে কল্য প্রস্থান কর্‌বো।

রাম। আপনারা এই ঘরে বিশ্রাম করুন, আমি এই সমাজ ঘরে যাই।

প্রথম সন্ন্যা। আচ্ছা যাও।

(প্রস্থান।)

দ্বিতী। তোমার উনি কে?

প্রথ। কেউ নয়। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্চে যদি বলিবার বাধা না থাকে, বলিলে সন্তুষ্ট হই।

দ্বিতী। আমার অনেক দূর থেকে আসা হয়েচে। তুমি এখানে কার কাচে আছ? আর তোমার কে আছে?

প্রথ। আমি একাকিনী আছি, আমার এজগতে কেউ নেই।

মাতা পিতে নাহি মম নাহি আত্ম জন।
সহোদর আছে কিন্তু দ্বিতীয় শমন॥
আমাকে বধিতে তাঁরা ধরিয়া কৃপাণ।
নাশিবারে ইচ্ছা ছিল অধীনীর প্রাণ॥
আমার কপালে আছে কতই যন্ত্রণা।
সফল না হলো ভাই তাঁদের বাসনা॥

সহোদরা আছে সত্য দয়া নাই মনে।
ডাকিলে না কথা কন অহঙ্কারী ধনে॥
ব্রহ্মজ্ঞানী পিতা এক অতি সাধুজন।
নিকটে ছিলাম তাঁর কন্যার মতন॥
দিবানিশি থাকিতাম মনের সন্তোষে।
তাঁরে হারালাম ভাই আপনার দোষে॥
রাজপুত্র দেখে এক হয়ে অচেতন।
তাঁর করে সপিলাম প্রণয় রতন॥
বিবাহ করিয়া তিনি না নিলেন আর।
আমার হইল শুদ্ধ হাহাকার সার॥

দ্বিতী। তোমাকে নিতে এসেচি, চলো দুই ভগ্নীতে বিজন বনে গিয়ে তপস্যা করি।

প্রথ। আপনি কে? আমাকে ভগ্নি সম্বোধন কর্‌চেন, আমাকে খুলে বলুন। আমি যেন আপনাকে কোথা দেখেচি, বিশেষ করে যতক্ষণ না বল্‌বেন ততক্ষণ অতিশয় উদ্বিগ্ন থাক্‌ব।

দ্বিতী। আমি তোমার সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার নাম নলিনী আমার স্বামীর নাম বীরসেন। চুনারের রাজধানীতে আমার বিবাহ হয়। এক দিন তুমি একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার বাটী যাও। সে সময় আমার কুবুদ্ধি হইল, অহঙ্কারে উন্মত্ত ছিলাম, তোমাকে কোন মতে স্থান দিলেম না। তার কিছু দিন পরে আমার স্বামী আমার

এক জন পরিচারিকার সহিত কুচরিত্র হলেন। বোধ হয় পূর্ব্বে তার সঙ্গে গোপনে আলাপ ছিল। ক্রমে দিন দিন তাহার প্রেমে বদ্ধ হয়ে ঘোর আমোদে মেতে আমাকে মেরে ফেলিবার চেষ্টা করিলেন! কোন বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনে আমি রজনী যোগে পলায়ন করিলাম। পরে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরে যথা তথা ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে গিয়া দেখি তোমার পিতা ব্রহ্মচারী। তিনি তোমার জীবন দাতা। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো, তাঁর মুখে তোমার বৃত্তান্ত শুনিলাম। তিনি তোমার কথা যতক্ষণ বলিতেন, ততক্ষণ কেবল রোদন কর্‌তেন। আমাকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, আমিও তাঁকে পিতার তুল্য ভক্তি করিতাম। কিন্তু যখন জগদীশ্বর দুঃখ দেন তখন কোন রকমেই সুবিধা হয় না। ক্রমে দুঃখের উপর দুঃখই হয়, হঠাৎ পিতা দুর্জ্জয় পীড়াতে আচ্ছন্ন হয়ে——

প্রথ। দিদি! আমার পিতা কোথা? আমার জীবন দাতা জীবনে আচেন কি না শীঘ্র বলো? আমার প্রাণ যে কেমন কর্‌চে, দিদি! ত্বরায় তাঁর কুশল বলো?

দ্বিতী। ভগিনি! মনুষ্য দেহ ধারণ কর্‌লে অনেক কষ্টই পেতে হয়। আমি এক মনে পিতার সেবা শুশ্রূষা করিলাম, কিচুতে রোগের উপসম হলনা, পরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে তাঁর প্রাণ পরিত্যাগ হলো।

প্রথ। হা পিতা! তুমি এ দুঃখিনীকে পরিত্যাগ

করে কোথা গেলে ? আর আমি এ জন্মে তোমাকে দেখ্‌তে পাবনা !! (মূর্চ্ছা)

দ্বিতী। একি একি ! (জল সেচন) হায় হায় আমার কপালে এত দুঃখ ছিল, আবার সহোদরার মৃত্যুও দেখ্‌তে হল ! (রোদন)

মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

প্রথ। দিদি ! আমার পালন কর্ত্তা মৃত্যু কালে আমার নাম করে কত কাতরই হয়ে ছিলেন। এখন আর আমার কেউ নেই। পিতা আমাকে যে এক দণ্ডের নিমিত্ত চখের আড় করতেন না। এখন কার কাচে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। যাহার হাতে হাতে দিয়ে গেলেন, এ দুঃখিনীর কপালে সেও পরিত্যাগ কর্‌লে। (রোদন)

দ্বিতী। ভগিনি ! স্থির হও। মিছে শোকে কোন ফল নাই। বিশেষ তিনি ঈশ্বরভক্ত, তিনি সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকটে গিয়া তাঁর চরণ ছায়াতে শীতল হয়েচেন। তাঁর জন্যে শোক কল্যে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন।

প্রথ। দিদি ! এখন আমরা কোথা যাব ?

দ্বিতী। কেন বোনে যাব।

প্রথ। পিতা যে রাজ পুত্রের হাতে হাতে দিয়ে গেচেন্ তাঁকে না বলে কোথাও যাব না।

দ্বিতী। (স্বগত) হায়, স্ত্রীলোকের স্বামী এমনি

বসন্ত। তা মিছে নয়, আমি যখন রাজবাড়ী পরিত্যাগ করি, কতবার মনে করেছিলেম আর একবার মহারাজকে দেখে আসি। বোনের স্বামী অন্য স্ত্রী বিয়ে করেচে, তবু তার প্রতি ষোল আনা মন। (প্রকাশে) ভগিনি! আমার স্বামীর উপপত্নীর একটী কন্যা ছিলো, তার নাম রঙ্গিনী, তার সঙ্গে তোমার স্বামির বিয়ে হয়েচে। যে ঘটক সে আমার পুরাতন চাকর। এখন তাকে আমার স্বামী ছাড়িয়ে দেওয়াতে সে কাশী বাস করে আচে, আমি তার মুখে সব পরিচয় পেলেম। আগে তোমার বিয়ের কথা ব্রহ্মচারীর নিকট শুনেছিলেম, তাহাতে কতই সুখী হয়েছিলেম, পরে শুনিলাম যে, যে আমার সর্ব্বনাশ করেচে, সেই আবার তোমার এই কষ্টের মূলাধার। অতএব এই রজনী যোগে আমরা এখান থেকে যাই চলো।

প্রথ। দিদি! আর এক বার রাজপুত্রকে দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে। তিনি কাল্য এখানে আস্‌তে চেয়েচেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে যাব।

দ্বিতী। (সকোপে) কি! আমি আবার সে পশুর মুখ দেখ্‌বো? ছিছি! তোমার ইচ্ছা হয় থাক, আমি এখনি যাব, তোমার মনে লজ্জা ঘৃণা কিছুই নেই।

প্রথ। তবে কোথা যাব?

দ্বিতী। নিবিড় কাননে, যেখানে মানুষের মুখ না দেখ্‌তে হয়।

প্রথ। সেখানে গিয়ে কি কর্‌বো ?

দ্বিতী। পরম পিতার আরাধনা।

প্রথ। কেন এই খানেই দুইজনে থাকি এস না ?

দ্বিতী। এই নরাধামের রাজ্যে ?

প্রথ। (স্বগত) নাথ ! এই তোমার দাসী জন্মের মত বিদায় হয়, আর তোমার চন্দ্রমুখ দেখ্‌তে পেলেম না। (প্রকাশে) আর একদিন থাকবে না ?

দ্বিতী। এক তিল নয়।

প্রথ। তবে যান্‌।

দ্বিতী। যান্‌ কি চলো।

প্রথ। (স্বগত) ওরে কঠিন প্রাণ, এখন আর কার আশা করিস্‌ ? আশার তো শেষ হয়েচে, এখন যেখানে তুই চখ যায়, চল্‌। না না আর এক বার রাজপুত্রকে দেখ্‌বো, তিনি যে কাল্‌ আস্‌বেন, তাঁর চরণ ধরে কাঁদ্‌লেও কি দয়া হবে না ! (প্রকাশে) বড় গার ভিতর কেমন কাচ্চে।

দ্বিতী। কি বক্‌চো, যাবে না ? আর যে রাত নেই, পূর্ব্ব দিক্‌ ফর্সা হয়েচে।

প্রথ। আর কার কাচে থাক্‌বো ? তবে যাই চলো। (দীর্ঘনিশ্বাস)

উভয়ের প্রস্থান।

ব্রহ্মচারীর উদ্যান।

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ।

ধীরে। (স্বগত) কি করে যাব, প্রিয়ে কি আর আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন? কেন আমি গিয়ে তাঁর চরণ ধারণ করে পড়ে থাক্‌বো, তবু কি প্রেয়সীর দয়া হবে না? না তিনি অতি সরলচিত্ত, তাঁর গুণের পরিসীমা নাই। (প্রকাশে) আজ প্রিয়ে পঙ্কজিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, এ আহ্লাদ রাখ্‌বার স্থান নাই। কিন্তু আবার মধ্যে মধ্যে হৃৎকম্প হচ্চে, যদি প্রিয়ে দেখা না দেন, আমি অতি পাপিষ্ঠ। একি! অকস্মাৎ আমার বাম অঙ্গ নাচ্চে কেন? না ও সকল ভালবাসার ও প্রণয়ের চিহ্ন। (চারিদিক অবলোকন করিয়া) এই তো উদ্যানে এসেচি, এখন মনের সাধ পূর্ণ করি গিয়ে। আর ভয় কি? কিন্তু যেন কোন শূন্য স্থানে এলেম, যাই দেখি গিয়ে।

রাম। আর কোথা খুজে বেড়াব, তবু এই বন গুলো ভাল করে দেখি।

ধীরে। কিহে কি তল্লাস কর্‌চো? যেন কোন অমূল্য বস্তুর চেষ্টা কর্‌চো?

রাম। রাজপুত্র! আর কি বল্‌বো আমাদের অমূল্য বস্তুই গেছে।

ধীরে। কৈ আমার প্রিয়ে পঙ্কজিনী কোথা? রামগতি! শীঘ্র বলো আমার প্রাণ কেমন অস্থির হচ্চে।

রাম। (সরোদনে) আর সন্ন্যাসিনীর কুশল সম্বাদ কি দেব? কল্য সন্ধ্যের সময় আর একজন মায়াধারিণী সন্ন্যাসিনী এসে কহিল, এই স্থানে রজনী যাপন করে প্রভাতে অন্য স্থানে যাব। স্ত্রীলোক বলে স্থান দিলেম, সেই মায়াধারিণী আমাদের ভগিনী সন্ন্যাসিনীকে হরণ করে পলায়ন করেচে। কেবল শয্যাতে একখানি পত্র রয়েচে, আপনার নাম অঙ্কিত বলে যত্ন করে রেখেচি।

ধীরে। (সবিষাদে) ভাই! তবে কি আমার চিরসন্ন্যাসিনী আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেচেন? হা বিধাতঃ! আমার এত যত্নপালিত আশা লতা কি একেবারে নির্মূল হলো? পঙ্কজিনীকে কি আর আমি দেখ্‌তে পাব না? হা প্রিয়ে! আমাকে ফেলে কোথা গেলে? একবার এস, তোমাকে হৃদয়ে রেখে দগ্ধ প্রাণ শীতল করি (রোদন)।

রাম। রাজপুত্র! আর এখন ব্যাকুল হলে কি হবে? আপনার অযত্নেই অমূল্য বস্তু হারালেন।

ধীরে। রামগতি এখন কি উপায় দ্বারা সেই মনোহারিণীকে পাব তাই স্থির করো। সে রমণীরত্ন ব্যতীত আমার জীবন ধারণ বৃথা। আমার অন্তঃকরণ যে ব্যাকুল হয়ে পড়্‌চে (মূর্চ্ছা)।

রাম। আ কি করি! রাজপুত্র যে মূর্চ্ছাগত হলেন! (পত্র দ্বারা বিজন)

মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

ধীরে। প্রাণেশ্বরি! তুমি কোথা? জীবিতেশ্বরি! একবার দেখা দিয়ে জীবন রাখ। তোমার স্বামীর যে জীবন যায়, প্রাণবল্লভা আমাকে ফেলে কি করে গেলে? জীবনধন রাজলক্ষ্মী, আমি যে তোমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেম। হা পতিপ্রাণা হা সরলা সাধ্বী পঙ্কজিনী, তোমার বিরহে রাজপুত্র মরে, একবার শেষ দেখা দেও। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাম গতি! আমার জন্য প্রিয়ার কি অসহ্য যাতনাই না ভোগ কর্ত্তে হলো।

রাম। রাজপুত্র! একটু স্থির হন্, এখন আর অরণ্যে রোদন করাতে ফল কি? আপনি হচ্যেন রাজপুত্র, তিনি আপনার স্ত্রী হয়ে সন্ন্যাসিনীর বেশে এই রাজধানীতে যে যাতনা পেয়েচেন, তেমন যাতনা অতি ছোটলোকের স্ত্রীতেও পায়না। আপনি তাঁকে বিবাহ কল্যেন, আজ কোথা তিনি রাজলক্ষ্মী হয়ে অন্তঃপুরে বাস কর্‌বেন, না পথের ভিখারিণী হয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ কর্‌বেন, এও কি সামান্য কষ্ট? (রোদন)

ধীরে। কৈ আমার চির সন্ন্যাসিনীর পত্র দেও, একবার বুকে রাখি।

রাম। (পত্র প্রদান) এই নেও, এখন সোনা ফেলে আঁচোলে গেরো দেও।

ধীরে। (হস্ত প্রসারণ) কৈ দেও দেখি, আমার অঙ্ক

লক্ষ্মী জীবিতেশ্বরী আমাকে কি দিয়ে জন্মের মত বিদায় হয়েচেন ? (পত্র পাঠান্তে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত)

রাম। রাজপুত্র ! উঠুন উঠুন, হা ভগিনি ! তোমার মনে কি এই ছিলো ? (বস্ত্রদ্বারা বিজন)

মূর্চ্ছাভঙ্গ।

নিবারণের প্রবেশ।

নিবা। একি ! এখানে এমন বেশে বসে কি কর্‌চো ? শীঘ্র রাজ বাটী চলো। মহারাজার উৎকট পীড়া উপস্থিত। তিনি তোমাকে দেখ্‌বার জন্য অস্থির হয়েচেন, আমি নানান স্থানে অন্বেষণ করে বেড়াচ্চি।

রাম। রাজপুত্র ! এই নিবারণ বাবু আপনাকে এত ডাক্‌চেন, আপনার পিতার পীড়া উপস্থিত, এখানে আর মিছে বসে থাক্‌লে কি হবে ? উঠুন (হস্ত ধারণ)।

ধীরে। ভাই ছেড়ে দেও, এখন আমার বুদ্ধির কিছু মাত্র ঠিক নাই।

নিবা। ভাই সন্ন্যাসিনীর জন্য খেদ্ করোনা। ছুটো স্ত্রী বড় ভয়ানক, কেবল পুড়িয়ে মারে। তোমার পূর্ব্ব জন্মের কত তপস্যা ছিলো, যে অল্পে অল্পে একটা বিদায় হয়েচে। এখন চলো মহারাজ ডাক্‌চেন।

নেপথ্যে।

ফুটিল কমল ফুল অলি গেলো উড়ে।
সেই খেদে কমলিনী জলে গেলো বুড়ে॥

কেতকিনী কুতকিনী আনন্দিত মন।
চোরের সন্তোষ সদা পেলে পরধন॥
বিদ্যা বুদ্ধি সুশীলতা প্রথমে জানায়।
সত্য ধর্ম্ম অঙ্গীকার পরে রাখা দায়॥
ঈশ্বরের ভয় প্রাণে রাখে না যে জন।
কখনই হেরিব না তাহার বদন॥
স্বামীধন দেহ মন দিয়া বিসর্জ্জন।
অনাথিনী পঙ্কজিনী করিল গমন॥

নেপথ্যে।

গীত।

এ অধীনীর দশা নাথ এই করিলে। তুমি পতিব্রতা কামিনীরে জলে ভাসালে। কে এমন মন্ত্রণা দিলে, আর না ফিরে চাহিলে, রহিলাম যাব না বলে, তবু ত্যজিলে। তব প্রেমে মুগ্ধ মন, করেছি কত রোদন, কেন হে হলে কঠিন, মম কপালে।

ধীরে। রাম গতি! আহা এমন মধুর স্বরে কে গান করে একবার দেখতো। আহা ঠিক্ যেন আমার প্রেয়সীর গলার মত (চঞ্চল ভাবে উঠিয়া)।

নিবা। তুমি স্থির হও আমরা দেখি। (রামগতির প্রতি) দেখতো হে কে গান করে?

রাম। (বাহিরে গিয়া) আজ্ঞে! ঐ ময়না পাখিটে আমাদের সন্ন্যাসিনী পুসে ছিলেন, তিনি যা বল্‌তেন ও তাই বল্‌তো। বোধ হয় ঐ গানটা তিনি ওর কাছে কোন দিন বলে ছিলেন, তাই বল্‌চে।

নিবা। ওটা কি পাখি? ওকে যে বড় ছেড়ে দিয়ে গেছেন?

রাম। আজ্ঞে! ও পাখীটীকে তিনি বড় ভাল বাস্‌তেন, মনে করে ছিলেন বুঝি আর ওকে বন্ধন দশায় কেন রাখ্‌বো? আজ সকাল থেকে ওকে স্বাধীন দেখ্‌চি।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিজন বন।

উভয় সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

প্রথ। দিদি! এ কোথা আন্‌লে, এমন বন তো কখন দেখিনি, পিতা এমন স্থানে আমাকে তো আনেন নি।

দ্বিতী। ভয় কি? আমাদের উপযুক্ত স্থানই এই।

প্রথ। (সকাতরে) দিদি! আমার শরীর কেমন কচ্চে, অন্তঃকরণ একে বারেই যেন অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লো। দিদি কি হবে? কোথা যাব! আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে। হা! জগদীশ্বর! (ভূতলে শয়ন)

সমাপ্ত।

যবনিকা পতন।

ধন্যরে পুরুষ তোর কি কঠিন প্রাণ।
দেহ মন ঠিক যেন পাষাণ সমান॥
দয়া মায়া হীন ছল চাতুরী কেবল।
কামিনী বধিতে পেতে থাক প্রেমকল॥
নূতন নূতন হলে আনন্দিত মন।
পুরাতনে আর কভু না কর যতন॥
অনুগত নারী যদি প্রাণে মরে যায়।
দারুণ পুরুষ প্রাণ ফিরিয়ে না চায়॥
স্বর্ণ বৃক্ষে স্বর্ণলতা ছিল আচ্ছাদন।
সমূলে নাশিল আসি বিচ্ছেদ বারণ॥
দেখিয়া হাসিল কত কণ্টকেরি বন।
শ্যামলতা রাধালতা করিছে রোদন॥